প্রতিদিন বদলে যাই নতুন প্রকাশে

নবপ্রকাশ

Daily Naboprokash ❍ ঢাকা ❍ রেজি নং- ৬৭৩৫ ❍ বর্ষ- ০৪ ❍ সংখ্যা- ১৩৫ ❍ ৮ পৃষ্ঠার দাম ৫ টাকা

বুধবার
২৯ এপ্রিল, ২০২৬
১৬ বৈশাখ,১৪৩৩
১০ জিলক্বদ, ১৪৪৭ হিজরি

/naboprokash
www.naboprokash.com

২ মেকআপের চাপ থেকে কেন বেরিয়ে আসতে চান ফারিণ

২ দেশের বিমানবন্দরগুলোয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে, সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

৭ স্বাস্থ্য খাতে সম্পদের সীমাবদ্ধতার চেয়েও বড় সংকট সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার : স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী

৭ আইপিএল শেষ স্যান্টনারের

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রোসাটম মহাপরিচালকের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরমাণু শক্তি সংস্থা 'রোসাটম'র মহাপরিচালক (ডিজি) অ্যালেক্সি লিখাচেভ। গতকাল মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন এ কথা জানান। জানা গেছে, বৈঠকে বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে রাশিয়ার কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। রোসাটম মহাপরিচালক অ্যালেক্সি লিখাচেভ বাংলাদেশের পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জনের যাত্রায়

২ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে মঙ্গলবার সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরমাণু শক্তি কর্পোরেশন রোসাটম-এর মহাপরিচালক অ্যালেক্সি লিখাচেভ-এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে পা রাখছে দেশ

পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারকারীর দেশের তালিকায় ৩৩তম বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

পাবনার ঈশ্বরদীতে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে জ্বালানি লোডিং শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর ৩টার দিকে পদ্মার তীর ঘেঁষা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। এরপর নানা ধাপ পেরিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে পূর্ণাঙ্গ বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেতে পারে রূপপুরের প্রথম ইউনিট। এর মাধ্যমে পারমানবিক শক্তি ব্যবহারকারীর আন্তর্জাতিক দেশের তালিকায় ৩৩তম দেশ হলো বাংলাদেশ।

ফকির মাহবুব আনাম বলেন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী সব কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। কারণ নিরাপত্তাই বাংলাদেশের প্রথম অগ্রাধিকার। এই পারমাণবিক কেন্দ্র ঢাকা ও মস্কোর মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্ক আরও এগিয়ে নেবে।

প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ বলেন, আজকের দিনটি বাংলাদেশের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে বাংলাদেশ আরও একধাপ এগিয়ে গেল।

রুশ পরমাণু শক্তি করপোরেশনের (রোসাটম) মহাপরিচালক আলেক্সি লিখাচেভ বলেন, পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে বাংলাদেশকে যেভাবে সহযোগিতা করা হয়েছে, ভবিষ্যতেও সেভাবে পাশে থাকবে। বাংলাদেশের মানুষকে আশ্বস্ত করতে চাই নিরাপত্তা নিয়ে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও সর্বোচ্চ মানদণ্ড বজায় রাখা হয়েছে। নিরাপদ পারমাণবিক কেন্দ্র থেকেই সরবরাহ করা হবে বিদ্যুৎ। এমনকি বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সহযোগিতা থাকবে রোসাটমের।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব আনোয়ার হোসেন বলেন, প্রযুক্তিগত রূপান্তরের সুযোগ এনে দিয়েছে রূপপুর। এই কেন্দ্র বাংলাদেশের বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে আরও এগিয়ে নেবে।

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রসি

২ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের আহ্বান বিসিসিসিআই'র

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের টেক্সটাইল, ডাইং ও প্রিন্টিং খাতে চীনা বিনিয়োগ বাড়ানো ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিসিআই)।

সংগঠনটির নেতারা বলছেন, উচ্চমূল্যের পোশাক উৎপাদনে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়ানো ও বিদ্যমান শিল্প কারখানাগুলোর আধুনিকায়নে বিদেশি সহযোগিতা এখন সময়ের দাবি।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীতে বিসিসিসিআই কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এ আহ্বান জানানো হয়। বৈঠকে চীন ন্যাশনাল টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল কাউন্সিল, চায়না ডাইং অ্যান্ড প্রিন্টিং অ্যাসোসিয়েশন এবং ডাইং, প্রিন্টিং ও

২ এর পাতায় দেখুন

ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আইনের শাসন অপরিহার্য : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আইনের শাসন অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা সুসংহত করতে আইন ও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। ন্যায়বিচার সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। যে দেশে আইনের শাসন ও মানবাধিকার নেই, সে দেশ কখনই মানবিক হতে পারে না। দীর্ঘ দেড় দশকেরও ফ্যাসিবাদি শাসনের অবসানের পর বাংলাদেশের জনগণ আবারও গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর শাহবাগে শহীদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২৬'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী জানান, অর্থের অভাবে যাতে কেউ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না হয়, সে লক্ষ্য নিয়ে সরকার লিগ্যাল এইড কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। কোনো ভুক্তভোগী যেন কেবল আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আইনগত সহায়তা থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করতে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। তিনি আরও বলেন, আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষের অ্যাকসেস টু জাস্টিস বা ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সরকার। তিনি বলেছেন, ন্যায়বিচার প্রাপ্তি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী, যা জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রের সাত অনুচ্ছেদের প্রতিফলন। বর্তমান সরকার বিশ্বাস করে, অ্যাকসেস টু জাস্টিস প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার। রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক অর্থের অভাবে আইনের আশ্রয় বা ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত থাকবে, এটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কাম্য নয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে আমাকেও দীর্ঘদিন কারাগারে থাকতে হয়েছে। তখন কারাগারে অনেকে ছিলেন- যারা আর্থিকভাবে অসচ্ছল হওয়ার কারণে বছরের পর বছর বিনা বিচারে কারাগারে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। ন্যায়বিচার যেকোনো রাষ্ট্র ও সমাজের অগ্রগতি ও শান্তির ভিত্তি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, সব যুগেই মানুষ বৈষম্যহীন সমাজ চেয়েছে, চেয়েছে সমমর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বসবাস করার নিশ্চয়তা। পারস্পরিক আস্থা, সহমর্মিতা

২ এর পাতায় দেখুন

হাম ও উপসর্গে আরও ৯ শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৯ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে হামে আক্রান্ত হয়ে তিন শিশু এবং হামের উপসর্গ নিয়ে ছয় শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হাম ও হামের উপসর্গে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭৩।

২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১ হাজার ২৭৬ জনের মধ্যে হামের উপসর্গ শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত ৩৪ হাজার ৬৬২ জনের হামের উপসর্গ শনাক্ত হয়েছে।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে

২ এর পাতায় দেখুন

ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে হবে

এলজিআরডি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, নিরাপদ পানির উৎস সুরক্ষায় ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে এখন থেকেই ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে হবে।

গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ব পানি দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে রাজধানীর কাকরাইলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে বাংলাদেশে নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ

২ এর পাতায় দেখুন

আইনি কাঠামো সংশোধন করে নির্বাচনে অসংগতি দূর করার সুপারিশ ইইউর

নিজস্ব প্রতিবেদক

> বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচন পরিচালনাকারী আইনি কাঠামো সংশোধন করে অসংগতি ও ফাঁকফোকর দূর করার বিষয়ে সুপারিশ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন।

বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচন পরিচালনাকারী আইনি কাঠামো সংশোধন করে অসংগতি ও ফাঁকফোকর দূর করার বিষয়ে সুপারিশ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এক সংবাদ সম্মেলনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে এ সুপারিশ করা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান পর্যবেক্ষক ইভার্স ইজাবস চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করেন। তিনি এসময় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নয়নে ১৯টি সুপারিশ উপস্থাপন করেন। এর মধ্যে ৬টি অগ্রাধিকারমূলক সুপারিশ রয়েছে। এই সুপারিশগুলো হলো- ১. সংসদীয় নির্বাচন পরিচালনাকারী আইনি কাঠামো সংশোধন করা, যাতে অসংগতি ও ফাঁকফোকর দূর করা যায়, বিভাজন হ্রাস করা যায়, আইনি নিশ্চয়তা জোরদার করা যায় এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে আরও নিবিড় সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা যায়। ২. উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ভোট গণনার সময় স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেমন- স্ক্রিনে ডেটা এন্ট্রি প্রদর্শন এবং সম্পূর্ণ প্রাথমিক ও চূড়ান্ত নির্বাচনী ফলাফল অনলাইনসহ দ্রুত প্রকাশ করা। ৩. ২০৩০ সালের মধ্যে সব রাজনৈতিক দল যেন সব অভ্যন্তরীণ দলীয় কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য রাখার লক্ষ্য অর্জন করে

২ এর পাতায় দেখুন

জলবায়ু অভিবাসীদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির আহ্বান তথ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে যারা বাস্তুচ্যুত হয়ে শহরে আসছেন; তাদের সমস্যাকে কেবল মানবিক বা আপদকালীন সমস্যা হিসেবে দেখলে হবে না। এটি জননীতির (পাবলিক পলিসি) গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তিনি আরও বলেন, এই অভিবাসন প্রক্রিয়াকে চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা এখন সময়ের দাবি।

গতকাল (মঙ্গলবার) সকালে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (আরএমএমআরইউ) আয়োজিত এক কর্মশালায় প্রধান

২ এর পাতায় দেখুন

গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট আয়োজিত এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখেন তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। ছবি: বাসস

ভারতীয় ভিসার স্থবিরতা শিগগিরই কাটবে, জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভারতের ভিসা প্রাপ্তি সহজ হওয়া এবং বর্তমান স্থবিরতা কাটিয়ে শিগগিরই তা স্বাভাবিক হওয়ার সুখবর দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। প্রতিবেশী এই রাষ্ট্রের সঙ্গে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করতে সরকারের পক্ষ থেকে নানামুখী তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে জানান তিনি। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ২৩তম দিন গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে কিশোরগঞ্জ-৫ আসনের সংসদ সদস্য শেখ মজিবুর ইকবালের লিখিত প্রশ্নের জবাবে এসব তথ্য দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ৩টা থেকে শুরু হওয়া সংসদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম। এদিন প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্তাপিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বলেন, 'ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে

২ এর পাতায় দেখুন

গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলার কোনো হুমকি নেই : র‍্যাব

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা হতে পারে এমন শঙ্কার কথা জানিয়ে পুলিশ সদর দফতর থেকে বিশেষ সতর্কবার্তা ও নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে, বিষয়টির সঙ্গে একমত নয় র‍্যাব। বিশেষ এই বাহিনীর মতে, এমন কোনো হুমকি নেই এবং অপরাধীরা হামলা করার সাহস করবে না।

গতকাল মঙ্গলবার কাওরান বাজারের র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাব-২ এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মো. খালিদুল হক হাওলাদার বলেন, এরকম কোনো আশঙ্কা বা থ্রেট এই মুহূর্তে আমরা দেখছি না। আমরা প্রত্যাশা করছি, অপরাধীরা এই ধরনের সাহস অন্তত করবে না। নিরাপত্তা ঝুঁকি বিবেচনায় আমাদের ডিপ্লোমেন্ট রয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থাপনায় হামলার আশঙ্কা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা যেকোনো থ্রেট ও ঝুঁকি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে থাকি। এই বিষয়টি আমরা জেনেছি। আমরা আমাদের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা আছে, সরকারি অফিস এবং পাবলিক বা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে স্থাপনাগুলো আছে

২ এর পাতায় দেখুন

নাগরিকদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিতে কাজ করছে সরকার

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশে স্থানচ্যুত বা জলবায়ু অভিবাসী মানুষের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করে একটি সমন্বিত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি। তিনি বলেন, বিগত দিনের 'দয়া বা করুণা'র সংস্কৃতি ঝেঁটিয়ে বিদায় করে নাগরিকদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিতে কাজ করছে সরকার। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসীদের অভিযোজন চ্যালেঞ্জ ও স্থানীয় পর্যায়ের সমাধান' শীর্ষক এক কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) ও সুইজারল্যান্ড সরকারের উন্নয়ন সংস্থা (এসডিসি) যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী

২ এর পাতায় দেখুন

নতুন প্রস্তাব দিয়েছে ইরান

ফোনের অপেক্ষায় ট্রাম্প

ডেস্ক রিপোর্ট

মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে চলমান শান্তি আলোচনা অচলাবস্থায় পড়েছে। কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত থাকলেও সামরিক ও অর্থনৈতিক চাপ পাল্টাপাল্টি প্রয়োগের কারণে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে। এরই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে অনিশ্চয়তা, জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চাপ বাড়ছে।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেছেন, সাম্প্রতিক তেহরান-ওয়াশিংটন আলোচনা যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ও অতিরিক্ত দাবির কারণে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় এই আলোচনা এগোলেও শেষ পর্যন্ত কোনো সমঝোতা হয়নি। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরান চাইলে আলোচনা পুনরায় শুরু করতে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে। ফক্স নিউজের 'দ্য সানডে ব্রিফিং' অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন, 'তারা (ইরান) যদি কথা বলতে চায়, তবে তারা আমাদের কাছে আসতে পারে অথবা আমাদের ফোন করতে পারে। আপনারা জানেন, সেখানে টেলিফোন আছে। আমাদের কাছে চমৎকার ও নিরাপদ যোগাযোগব্যবস্থা রয়েছে।' তিনি আরও বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন ইরান যুদ্ধ খুব

শিগগিরই শেষ হবে এবং যুক্তরাষ্ট্র এতে বিজয়ী হবে।

কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে আরাগচি বর্তমানে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে অবস্থান করছেন। সেখানে তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে চলমান যুদ্ধবিরতি, আলোচনার সর্বশেষ অবস্থা এবং আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। বৈঠকে পুতিন বলেছেন, ইরানসহ ওই অঞ্চলের অন্য দেশগুলোর স্বার্থে রাশিয়া সম্ভাব্য সবকিছু করবে।

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ইরানের জনগণ বর্তমানের এই 'কঠিন সময়' কাটিয়ে উঠবে এবং সেখানে শান্তি ফিরে আসবে।

ইরান তাদের অবস্থান আরও স্পষ্ট করতে 'রেড লাইন' বা সীমারেখার একটি তালিকা পাকিস্তানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েছে। এতে পরমাণু ইস্যুর পাশাপাশি হরমুজ প্রণালির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একই সঙ্গে হরমুজ প্রণালি পুনরায় চালু করা এবং যুদ্ধের অবসান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে একটি নতুন প্রস্তাবও দিয়েছে তেহরান, যেখানে পরমাণু আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ের জন্য স্থগিত রাখার কথা বলা হয়েছে।

অন্যদিকে রাশিয়া বলছে, ইরানের সঙ্গে আলোচনা এগিয়ে নিতে যুক্তরাষ্ট্রকে 'ব্ল্যাকমেল' ও 'আলটিমেটাম' কৌশল পরিহার করতে হবে। ভিয়েনায় নিযুক্ত রুশ দূত মিখাইল আলইয়ানভ সামাজিক মাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে লেখেন, যুক্তরাষ্ট্র সামরিক শক্তি প্রয়োগ, কঠোর নিষেধাজ্ঞার ভয় দেখিয়ে আলোচনা চালাতে চায়। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আলোচনা চালিয়ে যেতে অভ্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র। তবে ইরানে তা কাজ করবে না। তিনি আরও লেখেন, এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হলো এসব বাদ দেওয়া। তিনি হ্যাশট্যাগ দিয়ে তিনটি কৌশল বাদ দেওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেন। এগুলো হলো– 'ব্ল্যাকমেলিং', 'আলটিমেটাম' ও

২ এর পাতায় দেখুন

নবপ্রকাশ

বুধবার
২৯ এপ্রিল, ২০২৬
১৬ বৈশাখ,১৪৩৩
১০ জিলক্বদ, ১৪৪৭ হিজরি

হিট প্রকল্প দেশের উচ্চশিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে

ইউজিসি চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মামুন আহমেদ বলেছেন, হায়ার এডুকেশন এক্সিলারেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশনের (হিট) প্রকল্প দেশের উচ্চশিক্ষা খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষম ও বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এটি সহায়ক হবে।
গতকাল মঙ্গলবার ইউজিসি ভবনে হিট প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে বিশ্বব্যাংকের ৪র্থ সাপোর্ট মিশন সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। দেশের উচ্চশিক্ষায় সরকারের অগ্রাধিকারের বিষয়সমূহ যুক্ত করে চলতি বছরের জুনের মধ্যে হায়ার

৭ এর পাতায় দেখুন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ মন্ত্রী গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওস্থ কোস্টগার্ড সদরদপ্তরে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। ছবি : বাসস

দেশে কোনো জঙ্গি তৎপরতা নেই : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে জঙ্গি তৎপরতা নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও পদক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, বর্তমান কালচারে জঙ্গি শব্দ নাই। ফ্যাসিবাদী আমলে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে জঙ্গি শব্দটা ব্যবহার করা হতো। তবে এখন এসব নাই। কবে নাগাদ মাঠ থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, পর্যায়ক্রমে তাদের প্রত্যাহার করা হবে। এ সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী ও কোস্টগার্ডের মহাপরিচালক মো. জিয়াউল হক উপস্থিত ছিলেন।
উপকূলীয় নিরাপত্তা জোরদার করা হবে: গতকাল মঙ্গলবার সকালে কোস্ট গার্ডের

২ এর পাতায় দেখুন

সুন্দরবন সংরক্ষণে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করতে “আর্থস্কাউট স্কুল ক্যাম্পেইন-২০২৬” অনুষ্ঠিত

দাকোপ (খুলনা) প্রতিনিধি

যুব সমাজের ক্ষমতায়ন এবং সুন্দরবনের পাশ্ববর্তী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে সুন্দরবন সংরক্ষণ জোরদার করার লক্ষ্যে “আর্থস্কাউট স্কুল ক্যাম্পেইন-২০২৬” অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিষয়ক সংগঠন ওয়াইল্ডটিম (ডরষফঞবধস)-এর উদ্যোগে মঙ্গলবার সকালে খুলনার দাকোপ উপজেলার তালুকদার আখতার ফারুক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়।
সকাল ১০টায় বিদ্যালয়ের নির্ধারিত কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন

৭ এর পাতায় দেখুন

সমুদ্রবন্দরে ৩ ও নদীবন্দরে ২ নম্বর সতর্কতা সংকেত

পাহাড়ে ভূমিধসের শঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক

উত্তর বঙ্গোপসাগরে বায়ুচাপের তারতম্যের প্রভাবে দেশের সমুদ্র ও নদীবন্দরগুলোতে সতর্ক সংকেত জারি করা হয়েছে। একইসঙ্গে সারাদেশে বজ্রসহ বৃষ্টি ও কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের আশঙ্কা রয়েছে। এতে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস এবং বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী জলাবদ্ধতার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। আবহাওয়ার সতর্কবার্তায় বলা হয়, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও আশেপাশের এলাকায় বায়ুচাপের তারতম্যের আধিক্য বিরাজ করছে। এ জন্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরগুলোকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি

৭ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক দম্পতি রুপা-শাকিলের জামিন আদেশ পেছালো

নিজস্ব প্রতিবেদক

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ঘটনায় হওয়া হত্যাসহ মোট সাত মামলায় সাংবাদিক দম্পতি শাকিল আহমেদ ও ফারজানা রুপার জামিনের আদেশ পিছিয়েছে।
জামিন আদেশের জন্য নতুন করে ১১ মে দিন ধার্য করেছেন আদালত। রাষ্ট্রপক্ষের সময় আবেদনের প্রেক্ষিতে গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার ও বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে জামিনের পক্ষে শুনানিতে

৭ এর পাতায় দেখুন

বজ্রপাতের মৌসুম

আতঙ্ক নয়, চাই প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক

আকাশ চিরে নেমে আসা হঠাৎ এক ঝলক আলো-তারপরই বিকট বজ্রধ্বনি। প্রকৃতির এই রুদ্র দৃশ্য একসময় ছিল বিস্ময়ের, এখন তা হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের জন্য এক নির্মম বাস্তবতা এক নীরব ঘাতক, যা প্রতিবছর কেড়ে নিচ্ছে শত শত প্রাণ। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে দেশের আকাশ যেন অদৃশ্য সংঘর্ষের মঞ্চ। দক্ষিণের উষ্ণ, আর্দ্র বাতাস আর উত্তরের শীতল বায়ুর দ্বন্দ্বে তৈরি হয় বজ্রমেঘ, সেখানেই সঞ্চিত হয় ভয়ংকর বৈদ্যুতিক শক্তি। জলবায়ু পরিবর্তন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং নির্বিচারে বৃক্ষনিধন এই ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। ফলে খোলা মাঠে কাজ করা কৃষকেরা হয়ে উঠছেন সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। এপ্রিল থেকে জুন এই সময়টুকুই এখন বজ্রপাতের মৌসুম। আকাশে কালো মেঘ জমলেই ছড়িয়ে পড়ে অজানা আতঙ্ক গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যায়: এই মৃত্যুমিছিল কি অনিবার্য, নাকি সচেতনতা ও প্রস্তুতির মাধ্যমে আমরা এর গতি থামাতে পারি? প্রকৃতির রুদ্ররূপ ও মানুষের অসহায়তা : বজ্রপাত মূলত এক ধরনের বৈদ্যুতিক নির্গমন, যা আকাশের মেঘ থেকে মাটিতে বা এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে ঘটে। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আড়ালে লুকিয়ে আছে এক গভীর মানবিক ট্র্যাজেডি। কারণ, যখন এই উচ্চ

ভোল্টের বিদ্যুৎ মাটিতে আঘাত হানে, তখন সে বেছে নেয় সবচেয়ে কাছের এবং উঁচু বস্তু কখনো গাছ, কখনো খুঁটি, আর অনেক সময় একজন মানুষ। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান বজ্রপাতের জন্য বিশেষভাবে অনুকূল। দক্ষিণ দিক থেকে আসা উষ্ণ, আর্দ্র বাতাস আর উত্তরের শীতল বাতাসের সংঘর্ষে তৈরি হয় অস্থিতিশীল আবহাওয়া। সেই অস্থিতিশীলতা থেকেই জন্ম নেয় বজ্রমেঘ, আর সেখান থেকেই শুরু হয় মৃত্যুর ঝলকানি।
পরিবেশবিদরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, এবং নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে এই ঝুঁকি আরও বেড়ে গেছে। একসময় যে তালগাছ প্রাকৃতিক বজ্রনিরোধক হিসেবে কাজ করত, আজ সেই গাছগুলোই হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের লোভের কাছে। ফলে খোলা মাঠে কাজ করা কৃষক হয়ে পড়ছেন সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে।
পরিসংখ্যানের ভাষায় এক নীরব বিপর্যয় : পরিসংখ্যান অনেক সময় কেবল সংখ্যা থাকে না; তা হয়ে ওঠে আমাদের সমষ্টিগত ব্যর্থতার নির্মম প্রতিচ্ছবি। বিশ্বজুড়ে প্রতি মিনিটে লাখো বজ্রপাত ঘটলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। সাম্প্রতিক বছরগুলোর তথ্য বলছে, দেশে বছরে কয়েক লাখ বজ্রপাত নথিভুক্ত হচ্ছেড়্যার বড় অংশই কেন্দ্রীভূত থাকে বসন্তের শেষ ভাগ ও বর্ষা শুরুর প্রাক্কালে। মার্চ থেকে মে এই তিন মাসে ঘটে প্রায় ৫৯ শতাংশ বজ্রপাত, আর এপ্রিল থেকে জুন এই

৭ এর পাতায় দেখুন

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে গতকাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশে বেলারুশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত মিখাইল কাসকো সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ছবি : মন্ত্রণালয়

দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিক অভিবাসন নিয়ে বাংলাদেশ-বেলারুশ আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিক অভিবাসন সম্প্রসারণের পাশাপাশি বাণিজ্য, শিল্প ও জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে গতকাল আলোচনা করেছে বাংলাদেশ ও বেলারুশ।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশে বেলারুশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত মিখাইল কাসকো গতকাল পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। বৈঠকে উভয় পক্ষ

৭ এর পাতায় দেখুন

রাজশাহীতে বিস্ফোরক মামলায় আসামি ৪ বছর আগে মৃত তরুণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজশাহীতে একটি বিস্ফোরক মামলায় চার বছর আগেই মারা যাওয়া এক তরুণকে আসামি করা হয়েছে। জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যালয় নিয়ন্ত্রণে নিতে ২৩ এপ্রিল বোমাবাজি হয়। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ৩ নম্বর আসামি করা হয় মো. সনি (১৮) নামে মৃত তরুণকে। তার বাবা রফিকুল ইসলাম পাখি এ মামলার প্রধান আসামি। রফিকুল ইসলাম পাখি জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও মহানগর শ্রমিক দলের আহ্বায়ক। গণঅভ্যুত্থানের পর তিনি মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হন। তবে তুচ্ছ ঘটনায় মারধরের জেরে ২২ এপ্রিল শ্রমিকরা পাখিকে লাঞ্ছিত করেন এবং সংগঠনের কার্যালয়ে তালা দিয়ে নিয়ন্ত্রণে নেন। তারা সংগঠনের

৭ এর পাতায় দেখুন

আংকটাডের প্রতিবেদন

বিদেশি বিনিয়োগে প্রতিযোগীদের চেয়ে বহু পিছিয়ে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণে দীর্ঘদিনের স্থবিরতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নতুন এক আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে। ২০২৪ সালের হিসাব বলছে, আঞ্চলিক প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ শুধু পিছিয়েই নেই, বরং ব্যবধানটি এখন কয়েক গুণে পৌঁছেছে। বিশেষ করে ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়ার মতো দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশের বিনিয়োগ সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিনিয়োগ ভবনে গত সোমবার আয়োজিত এক উচ্চ পর্যায়ের সংলাপে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা আংকটাড, ইউএনডিপি এবং বিডা যৌথভাবে ‘ইনভেস্টমেন্ট পলিসি রিভিউ (আইপিআর) ইমপ্লিমেন্টেশন রিপোর্ট’ প্রকাশ করে। এতে গত এক দশকের অগ্রগতি মূল্যায়নের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ করণীয়ও তুলে ধরা হয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের এফডিআই স্টক দাঁড়িয়েছে প্রায় এক হাজার ৮২৯ কোটি ডলারে। বিপরীতে একই সময়ে ভিয়েতনামের এফডিআই স্টক ২৪ হাজার ৯১৪ কোটি ডলার, ইন্দোনেশিয়ার ৩০ হাজার ৫৬৬ কোটি ডলার এবং কম্বোডিয়ার পাঁচ হাজার ২৬৬ কোটি ডলার। অর্থাৎ বাংলাদেশের তুলনায় ভিয়েতনাম প্রায় ১৩ গুণ, ইন্দোনেশিয়া ১৭ গুণ এবং কম্বোডিয়া প্রায় তিন গুণ এগিয়ে রয়েছে।
এই ব্যবধানের মূল কারণ হিসেবে উঠে এসেছে বাংলাদেশে এফডিআই প্রবাহের ধারাবাহিক দুর্বলতা। ২০১৯ সালে যেখানে দেশে বিদেশি বিনিয়োগপ্রবাহ ১৮০ কোটির বেশি ডলারে পৌঁছেছিল, সেখানে ২০২৪ সালে তা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমে যায়। এমনকি কভিড-১৯ মহামারি শুরুর সময়ের তুলনায়ও বিনিয়োগপ্রবাহ কমে যাওয়ার বিষয়টি উদ্বেগজনক হিসেবে দেখা হচ্ছে। যদিও এ সময়ে মোট এফডিআই স্টক তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল, যা প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি অবস্থান করেছে।
অনুষ্ঠানে বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন বলেন, ২০১৩ সালের পর থেকে এফডিআই আকর্ষণে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়নি। জিডিপির তুলনায়

৭ এর পাতায় দেখুন

অ্যানেসথেসিয়া দেওয়ার পর শিশুর মৃত্যু

২ চিকিৎসক পুলিশ হেফাজতে

নিজস্ব প্রতিবেদক

কুষ্টিয়ায় অস্ত্রোপচারের সময় অ্যানেসথেসিয়া দেওয়ার পর ছয় বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। গত সোমবার রাত ৮টার দিকে শহরের মোল্লাতেঘরিয়া এলাকায় অবস্থিত একতা প্রাইভেট হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া শিশুটির নাম তাসনিয়া আফরিন। সে কুমারখালী উপজেলার সানপুকুরিয়া গ্রামের তরিকুল ইসলামের মেয়ে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, চার-পাঁচ দিন আগে বাড়ির সিঁড়ি থেকে পড়ে তাসনিয়ার বাঁ হাত ভেঙে যায়। স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নেওয়ার পর অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় গত সোমবার বিকালে খালু আতিয়ার রহমান তাকে কুষ্টিয়া শহরের একতা প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে যান। সে সময় শিশুটির বাবা ও পরিবারের অন্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। চিকিৎসকরা শিশুটির হাতের অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দিলে পরিবার সম্মতি দেয়। সন্ধ্যা

৭ এর পাতায় দেখুন

রেললাইনের লেভেল ক্রসিংয়ে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বেড়েই চলেছে

বিশেষ প্রতিবেদক

বাংলাদেশে রেলপথের লেভেল ক্রসিংগুলোতে দুর্ঘটনা এখন এক ভয়াবহ জাতীয় সংকটে পরিণত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন গড়ে তিনজন করে মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন এসব দুর্ঘটনায়। গেটম্যানের অনুপস্থিতি, অবৈধ ক্রসিং, যানজট এবং জনসচেতনতার অভাব মিলিয়ে লেভেল ক্রসিংগুলো এখন মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে।
সাম্প্রতিক কুমিল্লার পদুয়ার বাজারে বাস-ট্রেন সংঘর্ষে ১২ জনের মৃত্যু এই সংকটকে নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে। রেলওয়ের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বৈধ-অবৈধ মিলিয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের সংখ্যা তিন হাজারের বেশি। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই অবৈধ। বৈধ ক্রসিংয়ের মধ্যেও অর্ধেকের বেশি জায়গায় গেটম্যান নেই। ফলে ট্রেন আসার সময় সতর্কবার্তা দেওয়ার মতো কেউ থাকেন না। অনেক জায়গায় স্থানীয়রা নিজেরাই বাঁশ বা দড়ি দিয়ে রাস্তা আটকে রাখেন। রাজধানীর খিলক্ষেত, মগবাজার ও গোপীবাগের ক্রসিংগুলোতে প্রতিদিন নারী, শিশু ও বয়স্করা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করেন। রেল মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, গত ১০ বছরে এসব ক্রসিংয়ে মারা গেছেন ২৬৩ জন। তবে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত রেল দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে ১,২৬৯ জনের।
রেলওয়ে পুলিশের তথ্য আরও ভয়াবহ- গত এক দশকে রেল দুর্ঘটনায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৯,২৩৭ জনের। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। রেলওয়ের সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ট্রেন আসার আগে লেভেল ক্রসিং বন্ধ করার নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। এটি স্টেশন থেকে ক্রসিংয়ের দূরত্বের ওপর নির্ভর করে। অনেক সময় মানুষ নিয়ম না মেনে জোর করে গেট ভেঙে ঢুকে পড়ে। প্রতিটি দুর্ঘটনার পর তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও দায়ীদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান ব্যবস্থা কম নেওয়া হয়। গেটম্যানদের সচেতন করতে মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম ও মনিটরিং জোরদার করা হয়। তবে রাতের নির্জনতায় ক্লান্তির কারণে ঘুমিয়ে পড়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে। মানুষের শারীরিক ও মানসিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেছেন, ঝুঁকিপূর্ণ ও পুরোনো রেলক্রসিংগুলোতে দুর্ঘটনা কমাতে ওভারপাস বা আন্ডারপাস নির্মাণ সম্ভব কিনা তা যাচাই করা হচ্ছে। পাশাপাশি রেলক্রসিংগুলোকে স্বয়ংক্রিয় করার পরিকল্পনাও রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে ট্রেন প্রবেশ করলেই ক্রসিংয়ের ব্যারিয়ার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেমে যাবে, এমন প্রযুক্তি চালুর বিষয়ে কাজ চলছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রযুক্তির এই যুগেও লেভেল ক্রসিং ব্যবস্থাপনা এখনও ম্যানুয়াল পদ্ধতিনির্ভর। মূল সমাধানের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা চালু করা জরুরি।
মেট্রোরেল পুরোপুরি প্রযুক্তিনির্ভর। রেলওয়েকেও ধাপে ধাপে সেই পথে যেতে হবে। লেভেল ক্রসিং দুর্ঘটনার পেছনে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, জনবল সংকট এবং মানবিক ত্রুটি- সব মিলিয়েই বড় ঝুঁকি তৈরি করছে। কার্যকর প্রযুক্তি, কঠোর নজরদারি ও জনসচেতনতা ছাড়া এই ঝুঁকি কমানো কঠিন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিটি মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি পরিবার, একটি ভবিষ্যৎ। দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবার শোক ও আর্থিক সংকটে পড়ে। অনেক সময় পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম

৭ এর পাতায় দেখুন

ডিএসইতে লেনদেন বাড়লেও অধিকাংশ শেয়ারের মূল্যহ্রাস

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) গতকাল লেনদেনের পরিমাণ বাড়লেও অধিকাংশ শেয়ারের মূল্যহ্রাস পেয়েছে।
ডিএসই সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বাজারে মোট ৩৯৫টি কোম্পানির ৩৩ কোটি ৬৫ লাখ ৩৬ হাজার ৬৪৪টি শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। এতে মোট লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ২৬ কোটি ৭৩ লাখ ৯ হাজার টাকা।
বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের কার্যদিবসের তুলনায় ৮ দশমিক ৩২ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৩০৮ দশমিক ৮৯ পয়েন্টে অবস্থান করছে।
তবে ডিএসই-৩০ সূচক ১ দশমিক ৩২ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ১৬ দশমিক ৪২ পয়েন্টে ও ডিএসই শরিয়াহ সূচক ২ দশমিক ৪৮ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৫৪ দশমিক ১৯ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।
লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে ৯০টির, কমেছে ২৫১টির ও অপরিবর্তিত রয়েছে ৫৪টির শেয়ারদর।
লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ১০ কোম্পানির মধ্যে রয়েছেড় এনসিসি ব্যাংক, ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স, সিটি ব্যাংক, তৌফিকা ফুডস, সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট, এশিয়াটিক ল্যাব, ডমিনেজ স্টিল, একমি পেস্টিসাইডস, খান ব্রাদার্স পিপি ও জিকিউ বলপেন।
দর বৃদ্ধির শীর্ষ ১০ কোম্পানির মধ্যে রয়েছেড় এনসিসি ব্যাংক, রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স, এপেক্স ট্যানারি, সাউথইস্ট ব্যাংক, শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, এপেক্স স্পিনিং, সমতা লেদার, ডাচ-বাংলা ব্যাংক, ইনডেক্স অ্যাগ্রো ও ঢাকা ব্যাংক।অন্যদিকে দরপতনের শীর্ষ ১০ কোম্পানির মধ্যে রয়েছেড় প্রিমিয়ার লিজিং, ফারইস্ট ফাইন্যান্স, এফএএস ফাইন্যান্স, আইএসএন লিমিটেড, হামিদ ফেব্রিক্স, একমি পেস্টিসাইডস, বিআইএফসি, আইবিএলএনআরবিএম, ফার কেমিক্যাল ও আমান ফিডস।
এ ছাড়া ক্যাটাগরি ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ‘এ’ ক্যাটাগরিতে লেনদেন হওয়া ২০৭টি কোম্পানির মধ্যে ৫৭টির দর বেড়েছে, ১১৬টির কমেছে ও ৩৪টির অপরিবর্তিত রয়েছে।
‘বি’ ক্যাটাগরির ৮১টি কোম্পানির মধ্যে ১৮টির দর বেড়েছে, ৬০টির কমেছে ও ৩টির অপরিবর্তিত রয়েছে।
‘জেড’ ক্যাটাগরিতে লেনদেন হওয়া ১০৭টি কোম্পানির মধ্যে ১৫টির দর বেড়েছে, ৭৫টির কমেছে ও ১৭টির অপরিবর্তিত রয়েছে।
‘এন’ ক্যাটাগরিতে কোনো লেনদেন হয়নি।
মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে ৩৪টি ইস্যুর মধ্যে মাত্র ১টির দর বেড়েছে, ১৬টির কমেছে ও ১৭টির অপরিবর্তিত রয়েছে

৭ এর পাতায় দেখুন

টানা বৃষ্টিতে চট্টগ্রামের মুরাদপুরসহ বিভিন্ন নিচু এলাকার আশেপাশে হাঁটু থেকে কোমর সমান পানি জমে গেছে। কিছু জায়গায় বিশেষ করে প্রবর্তক মোড়ে বুক সমান পানিতে অফিসগামী যাত্রী, শিক্ষার্থী এবং সাধারণ পথচারীরা চরম বিপাকে পড়েছেন। ছবিটি মঙ্গলবার তোলা।

টানা বর্ষণে ডুবছে চট্টগ্রাম

দুর্ভোগে নগরবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদক

চট্টগ্রামে টানা ভারী বৃষ্টিপাতে নগরীর বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল ও প্রধান সড়কে তীব্র জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও হাঁটু, কোথাও কোমর এবং কিছু এলাকায় বুক সমান পানিতে ডুবে গেছে সড়ক ও আশপাশের এলাকা। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে পথচারী, অফিসগামী ও শিক্ষার্থীরা। চলমান এইচএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থীরাও দুর্ভোগে পড়েন।
গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কখনো মুষলধারে, কখনো থেমে থেমে বৃষ্টি হয়। দুপুরের পর বৃষ্টির তীব্রতা বাড়লে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো পানিতে তলিয়ে যায়। নগরের বিভিন্ন এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়, অনেক স্থানে রিকশা ও অটোরিকশার চলাচলও বন্ধ হয়ে পড়ে।
সরেজমিনে দেখা যায়, প্রবর্তক মোড়, মুরাদপুর, চকবাজার,

২ এর পাতায় দেখুন

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক- **আশিকুর রহমান, শাহিদুর রহমান শাহিদ** কর্তৃক এএইচ টাওয়ার (৭ম তলা), প্লট- ৫৬, রোড- ২, সেক্টর- ৩, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ থেকে প্রকাশিত এবং ১৯৪/৫ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০, শামীম প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত।
বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয়- ৬৭/১ নয়াপল্টন, চায়না টাউন, ঢাকা- ১০০০। ফোন- ০১৯২৪৯৩১৮৩০, ০১৮৬৯১১০৩৭২, বিজ্ঞাপন- ০১৭০৫৩১১১২২। ইমেল- noboprokash138@gmail.com

নবপ্রকাশ
প্রতিদিন বদলে যাই নতুন প্রকাশে · www.naboprokash.com

মেকআপের চাপ থেকে কেন বেরিয়ে আসতে চান ফারিণ

বিনোদন ডেস্ক

অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। নাটক, ওয়ের সিরিজের গণ্ডি পেরিয়ে সিনেমায় নাম লিখিয়েছেন তিনি। ভিন্নধর্মী চরিত্রে অভিনয় করে পর্দা মাতাচ্ছেন এই অভিনেত্রী। সিনেমার পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে সবসময় সরব তিনি। রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক ইস্যুর চেয়ে ব্যক্তিগত ইস্যু নিয়েই বেশি কথা বলেন ফারিণ। এবার নিজের সাজসজ্জা ও ব্যক্তিগত পছন্দ নিয়ে কথা বললেন তিনি।

শুরুতেই ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করে তাসনিয়া ফারিণ লিখেছেন, 'ছোটবেলায় মেকআপ নিয়ে আমার তেমন কোনো আগ্রহের জায়গা ছিল না। বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে কখনো মায়ের লিপস্টিক ব্যবহার করতাম, এর বাইরে আমার ড্রেসিং টেবিলে থাকত শুধু একটি চিরুনি আর পারফিউম। সত্যি বলতে, মেকআপ করার প্রয়োজনও কখনো অনুভব করিনি।'

অভিনয়ে কাজ শুরুর পর মেকআপ সম্পর্কে ধারণা হয়েছে তার। তবে বাইরে ঘুরতে গেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ন্যাচারাল লুকে থাকতেই বেশি পছন্দ করেন বলেও জানান তিনি।

তিনি আরও লিখেছেন, 'মেকআপ কী তা শিখেছি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ শুরু করার পর। সাধারণ লুক থেকে শুরু করে ড্রামাটিক লুকে হাজির হয়েছি। ভুল বুঝবেন না, নতুন লুক এক্সপেরিমেন্ট করতে আমার ভালোই লাগে। তবে আমি সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করি যখন একদম মেকআপ ছাড়া বা খুব হালকা মেকআপে থাকি। বাইরে ঘুরতে যাওয়া বা ভ্রমণের সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমি ন্যাচারাল লুকেই থাকতে পছন্দ করি।'

নিজের আত্মবিশ্বাস ও স্বাচ্ছন্দের বিষয় ধরতে পেরেছেন ফারিণ। ফলে মেকআপের জায়গা থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে চাইছেন। ফারিণ লিখেছেন, 'কাজের জায়গায় এসে যেন সেই অনুভূতিটা বদলে যায়। নিখুঁত দেখানোর একটা চাপ থাকে, নিজেকে নির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করার একটা অদৃশ্য তাগিদ কাজ করে। আমি এখন ঠিক করেছি, এই চাপ থেকে বের হয়ে আসব।'

শেষে তিনি লিখেছেন, 'এখন থেকে আমি ঠিক যেভাবে নিজেকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বোধ করি, সেভাবেই নিজেকে উপস্থাপন করব। নিজের সঙ্গে না মেলে এমন কিছু আর জোর করে করতে চাই না। আর হ্যাঁ, আমি শুধু মেকআপের কথাই বলছি না, এর বাইরেও অনেক কিছুই বোঝাতে চেয়েছি।'

দেশের বিমানবন্দরগুলোয়

করা হয়েছে, যার থেকে বাদ পড়েনি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোও। বিষয়টি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোয় সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ২৩তম দিন গতকাল মঙ্গলবার প্রশ্নোত্তর পর্বে নোয়াখালী-৫ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ফখরুল ইসলামের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ পর্যায়ে অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম। সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম তার লিখিত প্রশ্নে বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলবেন কি, দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোতে নিরাপত্তা সেবা বৃদ্ধির জন্য সরকারের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা, থাকিলে, তা কী? জবাবে সালাহ উদ্দিন আহমদ বলেন, বর্তমানে দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোয় সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। তথাপি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোতে নিরাপত্তা সেবা যাতে আরও বৃদ্ধি করা যায় সে জন্য বাংলাদেশ পুলিশ বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। নিজের বক্তব্যের সময় ১০টি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেগুলো হলো, ১. বিমানবন্দরের প্রবেশ ও বাহির পথসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চেকপোস্ট স্থাপনসহ বিমানবন্দর এলাকায় পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে। ২. কার্যকর নিরাপত্তা নিশ্চিতে পুলিশের একাধিক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ৩. গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অপতৎপরতা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ৪. পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থা ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিমানবন্দরগুলোতে নিরাপত্তা সেবা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ৫. বিমানবন্দর এলাকায় চুরি, ছিনতাই রোধকল্পে পুলিশের নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৬. গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন এবং তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। ৭. বিমানবন্দরগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। ৮. নিষিদ্ধ কোনো বস্তু যাতে বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে না পারে সে লক্ষ্যে স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ৯. সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ, সাইবার নিরাপত্তা ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ১০. বিমানবন্দরগুলোতে প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক লাগেজ সিস্টেম, ইমিগ্রেশন কাউন্টার বৃদ্ধি, আধুনিক স্ক্যানিং মেশিন স্থাপন, জনবল বৃদ্ধি ও পুনর্বিন্যাসসহ বডিওর্ন ক্যামেরা ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এছাড়া যাত্রী হয়রারি রোধে কঠোর মনিটরিং এবং সহায়তা ডেস্ক চালু করা হয়েছে।

মাদক নিয়ন্ত্রণে বহুমুখী অভিযান জোরদার, কিশোর গ্যাং ও অপরাধ দমনে সমন্বিত উদ্যোগ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, মাদক নিয়ন্ত্রণে বহুমুখী অভিযান জোরদার এবং কিশোর গ্যাং ও অপরাধ দমনে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, দেশে মাদকের বিস্তার শুধু ব্যক্তিজীবন নয়, বরং সামগ্রিক সমাজব্যবস্থার জন্যও গুরুতর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সংসদে পটুয়াখালী-২ আসনের বিরোধী দলের (জামায়াতে ইসলামী) সদস্য মো. শফিকুল ইসলামের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মাদকের প্রভাবে কিশোর গ্যাং, চুরি, ছিনতাই ও রাহাজানির মতো অপরাধ আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব অপরাধ প্রতিরোধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগ অপরিহার্য। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করতে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং তথ্যভিত্তিক নিয়মিত ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। সড়ক ও মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দিন-রাত টহল জোরদার করা হয়েছে। তিনি বলেন, স্পর্শকাতর এলাকায় চেকপোস্ট বসিয়ে যানবাহন ও যাত্রীদের তল্লাশি করা হচ্ছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে অপরাধীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের কার্যক্রম চালু রয়েছে। পুলিশের বডি-ওয়ার্ন ক্যামেরা ব্যবহারও এই প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও কার্যকর করছে বলে জানান সালাহউদ্দিন আহমদ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, জনসচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, কর্মশালা, উঠান বৈঠক, কমিউনিটি পুলিশিং ও ওপেন হাউজ ডে আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, বিট পুলিশিং কার্যক্রমের মাধ্যমেও স্থানীয় পর্যায়ে মাদকবিরোধী নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচার রোধে, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সার্বক্ষণিক টহল ও নজরদারি বাড়িয়েছে এবং অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে যৌথ অভিযানও পরিচালিত হচ্ছে বলে তিনি জানান। মন্ত্রী জানান, এপ্রিল ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত সময়ে বিজিবি বিপুল পরিমাণ মাদক জব্দ করেছে এবং ১ হাজার ৯২২ জনকে আটক করে ১ হাজার ৭৭১টি মামলা দায়ের করেছে। তিনি বলেন, জব্দকৃত মাদকের মধ্যে রয়েছে এক কোটির বেশি ইয়াবা, বিপুল পরিমাণ ফেন্সিডিল, গাঁজা, বিদেশি মদ, বিয়ার, ক্রিস্টাল মেথ, কোকেন ও এলএসডি। এ সময় মন্ত্রী আরও বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করেছে। প্রতিটি জেলায় মাদকবিরোধী কর্মশালা ও গণশুনানির আয়োজন করা হচ্ছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি মাদকাসক্তদের জন্য মানসিক চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। অন্যদিকে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ঝুঁকিপূর্ণ শিশু ও কিশোরদের পুনর্বাসনে কাজ করছে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, সমন্বিত শিশু পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে পথশিশুদের আশ্রয়, শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে, যাতে তারা অপরাধমুখী পথ থেকে ফিরে আসতে পারে। এ সময় সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, মাদক ও সংশ্লিষ্ট অপরাধ দমনে শুধু আইন প্রয়োগই যথেষ্ট নয়- এর জন্য প্রয়োজন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমন্বিত ও টেকসই উদ্যোগ।

ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্র

কাম্য নয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে আমাকেও দীর্ঘদিন কারাগারে থাকতে হয়েছে। তখন কারাগারে অনেকে ছিলেন- যারা আর্থিকভাবে অসচ্ছল হওয়ার কারণে বছরের পর বছর বিনা বিচারে কারাগারে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। ন্যায়বিচার যেকোনো রাষ্ট্র ও সমাজের অগ্রগতি ও শান্তির ভিত্তি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, সব যুগেই মানুষ বৈষম্যহীন সমাজ চেয়েছে, চেয়েছে সমমর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বসবাস করার নিশ্চয়তা। পারস্পরিক আস্থা, সহমর্মিতা ও সমতা একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজের জন্য অপরিহার্য। তিনি বলেন, ন্যায়বিচার শুধু আদালত বা আইনের বিষয় নয়, এটি একটি মানবিক ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল শক্তি। আমরা বিশ্বাস করি যে, রাষ্ট্রে আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার নেই, সেই দেশ কখনো মানবিক রাষ্ট্র হতে পারে না। দীর্ঘ দেড় দশক পর মানুষ পুনরায় গণতন্ত্রের পথে হাঁটতে শুরু করেছে। এই যাত্রা সুসংহত করতে রাষ্ট্রে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একজন মানুষও যেন অর্থের অভাবে অ্যাকসেস টু জাস্টিস থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার লিগ্যাল এইড কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, একজন ভুক্তভোগী যেন কেবল টাকার অভাবে আইনজীবীর সহায়তা নিতে না পারায় বিচার থেকে বঞ্চিত না হয়, সরকার সেই চেষ্টা করছে। ন্যায়বিচারের কথা শুধু আইনের বইয়ে নয়, প্রতিটি মানুষের জীবনে বাস্তব হয়ে উঠুক, এটি বর্তমান সরকারের প্রত্যাশা। বিচার কখনোই কেবল আদালত কেন্দ্রিক কোনো প্রক্রিয়া নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি একটি জীবন্ত মূল্যবোধ, যা রাষ্ট্রের প্রতিটি নীতি এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ন্যায়পরায়ণতা তখনই কার্যকর হয়ে ওঠে যখন আইন মানুষের ওপর প্রয়োগের হাতিয়ার না হয়ে বরং তাদের মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণের নৈতিক রূপ নেয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাসে ন্যায়বোধ শক্তিশালী প্রণয়ন হিসেবে কাজ করেছে। যেহেতু ন্যায়বিচার প্রাপ্তি প্রতিটি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার এবং সবাই যেন এর চর্চা করতে পারে, সেজন্য সরকার তাদের যথাযথ লিগ্যাল এইড দেবে এবং এ লক্ষ্যে সরকার সংশ্লিষ্ট বিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনেছে। ন্যায়বিচারে বিলম্ব মানেই বিচার অস্বীকার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বাস্তবতা মাথায় রেখে লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে সরকার মামলা শুরুর আগেই মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করেছে। এই ব্যবস্থায় ইতোমধ্যেই কয়েক হাজার বিরোধ কম সময়ে ও স্বল্প খরচে আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কয়েক মাস বা বছরের পরিবর্তে স্বল্প সময়ে কয়েক বৈঠকে সমস্যার সমাধান হয়েছে, এতে আদালতের ওপর চাপ কমেছে এবং সরকারের খরচও হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেন, সঠিক সময়ে মানুষ পরামর্শ না পেলে সাধারণ বিরোধ বড় আকার ধারণ করে এবং মানুষ বিচারবিমুখ হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সরকারি লিগ্যাল এইডকে আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করার ওপর জোর দিচ্ছে। সরকারের প্রতি জনগণকে আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের মনে আস্থা থাকতে হবে যে, যেকোনো প্রয়োজনে রাষ্ট্র তাদের পাশে থাকবে এবং লিগ্যাল এইড সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন হয়ে উঠবে। আসুন সবাই মিলে একটি ন্যায়ভিত্তিক মানবিক রাষ্ট্র গড়ে তুলি, যেখানে ন্যায়বিচার হবে শেষ কথা। অনুষ্ঠানে সেরা প্যানেল আইনজীবী হিসেবে ঢাকার সায়েম খান ও রাজশাহীর নীলিমা বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে ক্রেস্ট ও সম্মাননা গ্রহণ করেন। এছাড়া, সারাদেশে লিগ্যাল এইডের কার্যক্রম এগিয়ে নিতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'সামাজিক ক্ষমতায়ন ও আইনি সুরক্ষা' কর্মসূচি সেরা ব্র্যাককে মনোনীত করা হয়। ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সম্মাননা পত্র ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে আইন মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার, আইনগত সহায়তা অধিদফতরের মহাপরিচালক মনজুরুল হাসান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

টানা বর্ষণে ডুবছে

গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো পানিতে তলিয়ে যায়। নগরের বিভিন্ন এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়, অনেক স্থানে রিকশা ও অটোরিকশার চলাচলও বন্ধ হয়ে পড়ে।

সরেজমিনে দেখা যায়, প্রবর্তক মোড়, মুরাদপুর, চকবাজার, জিইসি মোড়, কাতালগঞ্জ, আগ্রাবাদ, হালিশহর, নিউমার্কেট, তিন পুলের মাথা ও বহদ্দারহাটসহ বিভিন্ন এলাকায় সড়কে পানি জমে যায়। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় প্রবর্তক মোড় ও মুরাদপুর এলাকায়, যেখানে বুক সমান পানিও দেখা গেছে। বাবা শাহ মাজার গেট থেকে প্রবর্তক মোড় পর্যন্ত পুরো সড়ক ডুবে যায় কালচে ও দুর্গন্ধযুক্ত পানিতে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, হিজরা খালের সম্প্রসারণকাজ চলমান থাকায় খালের মুখে দেওয়া অস্থায়ী বাঁধ পানিনিষ্কাশন বন্ধ করে দিয়েছে, ফলে পানি উপচে সড়কে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রবর্তক মোড় এলাকার বাসিন্দা জামাল উদ্দিন বলেন, বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই এমন দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে, সামনে আরও কী হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি।

এদিকে, পরিস্থিতি পরিদর্শনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন মুরাদপুর, কাতালগঞ্জ ও প্রবর্তক মোড়সহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন। তিনি বলেন, সিডিএর আওতাধীন খাল সংস্কার কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। বিশেষ করে হিজরা খাল ও জামালখান খালের সংস্কার কাজ চলমান থাকায় কিছু এলাকায় সাময়িকভাবে পানি নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছে। তিনি জানান, এসব উন্নয়ন কাজ চলমান থাকার কারণে সাময়িক দুর্ভোগ তৈরি হলেও এটি দীর্ঘমেয়াদে নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আগামী ১৫ মে'র মধ্যে সিডিএ'র খাল সংস্কার কাজ সম্পূর্ণ শেষ হবে বলে আশা করছি। কাজ শেষ হলে নগরীর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় বড় ধরনের উন্নতি ঘটবে এবং জলাবদ্ধতা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে আসবে। চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী জানান, উন্নয়ন কাজ চলমান থাকায় কিছু এলাকায় সাময়িকভাবে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে, তবে কাজ শেষ হলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

চট্টগ্রাম আবহাওয়া অফিস জানায়, কালবৈশাখী ঝড়ের প্রভাবে এ বৃষ্টিপাত হচ্ছে। গতকাল সকাল ৬টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত প্রায় ১০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়। আগামী দিনগুলোতেও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

এদিকে, বায়ুচাপের তারতম্যের কারণে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের শঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ

উৎপাদন।

২০২৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর আকাশপথে রাশিয়া থেকে ঢাকায় পৌঁছায় পারমাণবিক জ্বালানির প্রথম চালান। এরপর আসে আরও কয়েকটি চালান। বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সড়কপথে অক্টোবরে রূপপুরে নিয়ে যাওয়া হয় জ্বালানি। এরপর এটি মজুত করে রাখা হয়েছে রূপপুরে। অতিরিক্ত একটিসহ মোট ১৬৪টি বান্ডিল দেশে আনা হয়। রূপপুরে ব্যবহৃত প্রতিটি বান্ডিলে ৩১২টি জ্বালানি রড আছে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি মূলত ইউরেনিয়াম থেকে তৈরি হয়। প্রথমে ইউরেনিয়াম অক্সাইড দিয়ে ছোট ট্যাবলেটের মতো জ্বালানি দানা (প্যালেট) বানানো হয়। এগুলোর ব্যাস সাধারণত ৮ থেকে ১৫ মিলিমিটার এবং দৈর্ঘ্য ১০ থেকে ১৫ মিলিমিটার। এমন অনেক জ্বালানি দানা প্রায় চার মিটার দীর্ঘ ধাতব নলের ভেতরে সাজিয়ে তৈরি হয় জ্বালানি রড। আবার নির্দিষ্ট কাঠামোতে অনেকগুলো রড একসঙ্গে যুক্ত করলে তৈরি হয় জ্বালানি বান্ডিল বা ফুয়েল অ্যাসেম্বলি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এই জ্বালানি বান্ডিল চুল্লির কেন্দ্রে বসানো হবে। রূপপুরের প্রথম ইউনিটে একসঙ্গে ১৬৩টি বান্ডিল ব্যবহার করা হবে। একবার জ্বালানি বসালে প্রায় ১৮ মাস বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। ব্যবহৃত জ্বালানিতেও তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকে। তাই তা বিশেষ নিরাপত্তায় রাশিয়ায় নেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার নজরদারিতে প্রতিটি জ্বালানি বান্ডিলের হিসাব থাকবে।

বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগ

শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত ২০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল অংশ নেয়।

বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষের নেতৃত্ব দেন বিসিসিসিআই'র সভাপতি মোহাম্মদ খোরশেদ আলম।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও চীনের শিল্প উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা এই খাতগুলোর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ, দুই দেশের সহযোগিতার এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

বৈঠকটি টেক্সটাইল, ডাইং ও প্রিন্টিং খাতে জ্ঞান বিনিময় ও ফলপ্রসূ সংলাপের গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে।

খোরশেদ আলম আরও বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের ৪০টির বেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠান আর্থিক ও কারিগরি চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। এ বাস্তবতায় নতুন কারখানা স্থাপনের পরিবর্তে বিদ্যমান শিল্পপ্রতিষ্ঠান আধুনিকায়ন ও উন্নয়নে বিদেশি সহযোগিতা অধিক কার্যকর ও ব্যয়-সাশ্রয়ী হতে পারে।

তিনি চীনা বিনিয়োগকারীদের যৌথ উদ্যোগ, অংশীদারত্ব ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের সুযোগ কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।

বৈঠকে চীনা প্রতিনিধিদলের নেতা লি লিংশেন বলেন, চীন প্রতিবছর প্রায় ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাপড় বাংলাদেশে রপ্তানি করে, যা দুই দেশের শক্তিশালী বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রতিফলন।

তিনি জানান, চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিনিয়োগের সুযোগ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।

তিনি বলেন, শক্তিশালী উৎপাদন সক্ষমতা ও দক্ষ জনশক্তির কারণে, বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও পোশাক শিল্প একটি সম্ভাবনাময় গন্তব্য। ভবিষ্যতেও দ্বিপক্ষীয় শিল্প সহযোগিতা জোরদারে বিসিসিসিআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

বৈঠকে পোশাক, টেক্সটাইল, ডাইং ও প্রিন্টিং খাতে সহযোগিতা বাড়াতে উভয় পক্ষ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।

আলোচনায় যৌথ উদ্যোগ ও কৌশলগত অংশীদারত্ব সম্প্রসারণ, বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) প্রতিষ্ঠা, দেশীয় ও বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট মোকাবিলা, সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মতো বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়।

সংশ্লিষ্টরা বলেন, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে, বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও পোশাক খাতকে উচ্চমূল্য সংযোজনমুখী উৎপাদনে যেতে হবে। আর সে ক্ষেত্রে চীনা প্রযুক্তি, দক্ষতা ও বিনিয়োগ বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

বৈঠকে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়ন ও দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদারে একমত হয় উভয় পক্ষ।

বিসিসিসিআই'র পক্ষ থেকে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন– সংগঠনটির সেক্রেটারি জেনারেল জামিলুর রহমান, সভাপতির উপদেষ্টা হারুন আর রশিদ ও শহীদ আলম, সহ-সভাপতি খন্দকার আতিকুর রহমান ও মাসুদ আলী খান, পরিচালক (জনসংযোগ) মো. জিন্নাতুল ইসলাম, পরিচালক মোহাম্মদ আমানুর রহমান ও নির্বাহী পরিচালক মো. আবু তাহেরসহ অন্যান্য সদস্যরা।

হাম ও উপসর্গে

সকাল ৮টা থেকে গতকাল সকাল ৮টা পর্যন্ত।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ১৬৩ জনের। এ নিয়ে ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৮৫৬।

১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৭-এ। অন্যদিকে সন্দেহভাজন হাম রোগে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২৬।

গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৯০৬ জন। এই সময় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৯৭৩ জন।

১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ২৩ হাজার ৩৪৮ জন।

ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারে

রাজধানী ঢাকায় ভূগর্ভস্থ পানির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা পুরো পানি ব্যবস্থাপনাকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। এ পরিস্থিতিতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী নদী ও জলাধার সংরক্ষণ এবং আধুনিক পানিশোধন প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। নিরাপদ পানি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা উল্লেখ করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, শহরের নিম্নবিত্ত ও বস্তিবাসীরা নিরাপদ পানির সংকটে সবচেয়ে বেশি ভোগেন। এটি একটি মানবিক ও উন্নয়নগত চ্যালেঞ্জ। এই বৈষম্য দূর করতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. শহীদুল হাসান বলেন, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার কাজ চলছে। টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ওপর জোর দেন। সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. আবদুল আউয়াল, ইউনিসেফের প্রতিনিধি স্ট্যানলি গওয়াবুয়া এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ড. আহমেদ জামশেদ মোহাম্মদ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা পানি দূষণ রোধ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দেশে কোনো জঙ্গি তৎপরতা

৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আগারগাঁওয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমদ বলেন, দেশের সমুদ্র ও উপকূলীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা আরও জোরদার করবে সরকার। তিনি জানান, কোস্ট গার্ডের সার্বিক উন্নয়নে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাদের বহরে হেলিকপ্টার সার্ভিস যোগ করা হবে। পাশাপাশি বৃদ্ধি করা হবে আরও ১০ হাজার জনবল। এতে করে অতীতের তুলনায় কোস্ট গার্ডের সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও গত এক বছরে সুন্দরবনে অভিযানসহ নানা কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিএনপি সরকারের নেতৃত্বে খালেদা জিয়া কোস্ট গার্ড প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই বাহিনী জনগণের আস্থার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কোস্ট গার্ড শুধু সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তাই নয়, বরং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজেও ভূমিকা রাখছে। তাদের নিয়মিত টহলের ফলে সমুদ্রপথ এখন অনেক বেশি নিরাপদ। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং সুন্দরবন সংরক্ষণে কোস্ট গার্ড বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি "গার্ডিয়ান এট সী" মূলমন্ত্রে আধাসামরিক স্বতন্ত্র বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে বাহিনীটি আজ উপকূলীয় জনগণের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, কোস্ট গার্ড বর্তমানে উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌপথে মাদক এবং অস্ত্র পাচার, মানবপাচার, চোরাচালান, জলদস্যুতা এবং অবৈধ মৎস্য আহরণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একই সঙ্গে দুর্ঘটনায় পড়া নৌযান উদ্ধার ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বাহিনীর সদস্যরা সাহসিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। সুন্দরবনের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বনাঞ্চলে ডাকাতি বৃদ্ধি পাওয়ায় কোস্ট গার্ড নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে। গত এক বছরের বেশি সময় সুন্দরবনে ২৯টি অভিযানে ৩৫ জন ডাকাত গ্রেপ্তার, ৪৭ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার এবং ৩০ জন জিম্মিকে মুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় ১৪৬ কোটি টাকা মূল্যের অবৈধভাবে পাচার হওয়া কাঠ উদ্ধার করেছে। কোস্ট গার্ডের আধুনিকায়ন পরিকল্পনা তুলে ধরে তিনি জানান, বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে তিনটি সার্ভেইলেন্স ড্রোন যুক্ত হয়েছে। জাইকার অর্থায়নে মাল্টিরোল রেসপন্স ভেসেল ও দুটি অফশোর প্যাট্রোল ভেসেল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে বুলেটপ্রুফ সুবিধাসম্পন্ন হাই-স্পিড বোট সংগ্রহের চুক্তিও সম্পন্ন হয়েছে। মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় আধুনিক ডকইয়ার্ড নির্মাণ, নতুন প্যাট্রোল ভেসেল সংযোজন, হেলিকপ্টার ও মেরিটাইম সারভেইলেন্স সিস্টেম সংযোজনের পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, কোস্ট গার্ড সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানে মিরপুর জোয়ারসাহারা ও পূর্বাচলে জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আধুনিক প্রযুক্তি ও নতুন সরঞ্জাম সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতে আরও দক্ষ ও শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠবে এবং সামুদ্রিক সম্পদ ও উপকূলীয় জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

নাগরিকদের প্রাপ্য অধিকার

এক কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) ও সুইজারল্যান্ড সরকারের উন্নয়ন সংস্থা (এসডিসি) যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিগত সময়ে দেখা গেছে, একের পর এক প্রজেক্ট নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই। আমরা এখন প্রজেক্ট থেকে প্রোগ্রামের দিকে মনোযোগ দিচ্ছি। প্রজেক্টে সরাসরি যাওয়ার অর্থ হলো আবারও সেই পুরোনো বৃত্তে আটকে পড়া। আমাদের লক্ষ্য হলো একটি ইকোসিস্টেম ডেভেলপ করা, যেখানে প্রতিটি প্রজেক্ট একে অপরের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কিত থাকবে এবং সমস্যার টেকসই সমাধান দেবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো পরিবর্তনের ভাষা বুঝতে পারছে না, এমন মন্তব্য করে রাষ্ট্র সংস্কারের চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে সাকি বলেন, আমরা জাতীয় পুনর্গঠনের যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি, তা সহজ নয়। আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও পরিকল্পনা থাকলেও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো সেই পরিবর্তনের উপযোগী হয়ে ওঠেনি। আমরা যা করতে চাইছি, অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের সেই ভাষা বুঝতে পারছে না। তবে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আসা এই সরকার পরিবর্তনের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নগরায়ন ও অভিবাসন প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, গত ৫৫ বছর ধরে আমরা সবকিছু ঢাকামুখী হতে দেখেছি। এর ফলে শহরটি আজ অচল হয়ে পড়ছে। যতক্ষণ না উপজেলা পর্যায়ে উন্নত পয়োনিষ্কাশন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে, ততক্ষণ মানুষ ঢাকামুখী হবেই। আমরা আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটি স্ট্র্যাটেজিক ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করছি, যার মাধ্যমে এই অচল অবস্থা দূর করে উপজেলা পর্যায়ে নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে। অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে জোনায়েদ সাকি বলেন, আমরা ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির স্বপ্ন দেখছি, কিন্তু তা ধারণ করার মতো প্রশাসনিক ও আইনি সক্ষমতা আমাদের তৈরি করতে হবে। বাজেট বরাদ্দ থাকলেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে টাকা খরচ করতে না পারাটা বড় ব্যর্থতা। এই ধারা বদলাতে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ওপর জোর দিচ্ছি, যাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছরের ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থায় মানুষের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ ছিল। এখন গণতান্ত্রিক চর্চার সুযোগ তৈরি হয়েছে, ফলে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের দাবি সামনে আসছে। অভিবাসী বা স্থানচ্যুত মানুষের সমস্যাগুলো এখন আর পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। তাদের আবাসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি সমন্বিত নগরায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা এই সরকারের সফলতার মাপকাঠি হবে।

গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায়

আশঙ্কা বা থ্রেট এই মুহূর্তে আমিরা দেখছি না। আমরা প্রত্যাশা করছি, অপরাধীরা এই ধরনের সাহস অন্তত করবে না। নিরাপত্তা ঝুঁকি বিবেচনায় আমাদের ডিপ্লোমেন্ট রয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থাপনায় হামলার আশঙ্কা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা যেকোনো থ্রেট ও ঝুঁকি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে থাকি। এই বিষয়টি আমরা জেনেছি। আমরা আমাদের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা আছে, সরকারি অফিস এবং পাবলিক বা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে স্থাপনাগুলো আছে সবগুলোর নিরাপত্তায় আমাদের টহল, গোয়েন্দা টিম ও গোয়েন্দা নজরদারি চলমান আছে। পাশাপাশি অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও নিয়োজিত রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও পল্টন থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে দেশি-বিদেশি পিস্তল, ম্যাগাজিন, গুলি, দেশীয় অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ ইয়াবাসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তারের বিষয়েও জানায় র?্যাব। খালিদুল হক হাওলাদার বলেন, গত ২৭ এপ্রিল র?্যাবের গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, মোহাম্মদপুর ও পল্টন এলাকার বিভিন্ন স্থানে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা অবস্থান করছে। পরে র?্যাব-২ এর সদস্যরা অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, আব্দুর রহমান ওরফে রহমত উল্লাহ (৪২), মনিরুল ইসলাম ওরফে রাডার মনির (৪৯), মো. নুর হোসেন (৫০), আল আমিন ওরফে ফাটা আল আমিন (২৪) এবং মো. সুর নবী (১৯)। গ্রেপ্তারের সময় তাদের কাছ থেকে তিনটি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, ৩৩ রাউন্ড গুলি, দুটি চাপাতি এবং এক লাখ দুই হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। এছাড়া একই রাতে মোহাম্মদপুরের ৪০ ফিট এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি দেশীয় একনলা বন্দুক ও একটি কার্তুজ জব্দ করা হয়। এক প্রশ্নের জবাবে খালিদুল হক হাওলাদার বলেন, অপরাধীরা অপরাধ যাতে করতে না পারে সে জন্য ২৪টি টহল টিম মোহাম্মদপুর, আদরবর, ধানমন্ডি, নিউ মার্কেট ও শেরে বাংলা নগর এলাকায় কাজ করছে। আমরা মোটরসাইকেলে পেট্রোলিং করেছি। অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও জয়েন্টলি কোলাবরেশনে আমরা কাজ করছি। একসময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যখন ছিল, আমরা সেনাবাহিনী, র‍্যাব, পুলিশসহ এই জেনেভা ক্যাম্পে ডজনের উপরে ব্লক রেট দিয়েছি। জেনেভা ক্যাম্পের যে মাদকের প্রবণতা আমরা অনেকাংশে কমিয়েছি।

ভারতীয় ভিসার স্থবিরতা

করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম। এদিন প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্তাপিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বলেন, 'ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান সম্পর্ক সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব ও সংহতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই সম্পর্কের মূল ভিত্তি হচ্ছে অভিন্ন মূল্যবোধ, ঐতিহাসিক সংযোগ এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যকার সুদৃঢ় বন্ধন। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই সার্বভৌম সমতা, ন্যায্যতা এবং পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রেখে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের বিষয়ে ড. খলিলুর রহমান সংসদকে জানান, ভারতের সঙ্গে ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করতে সরকার ইতোমধ্যেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি ভারত সফরে সেদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। ওই বৈঠকগুলোতে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভ্রমণ ও ব্যবসায়িক ভিসার প্রক্রিয়া পুনরায় স্বাভাবিক করার বিষয়ে জোরালো আহ্বান জানানো হয়েছে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুতই ভিসা সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

নতুন প্রস্তাব দিয়েছে

কৌশল পরিহার করতে হবে। ভিয়েনায় নিযুক্ত রুশ দূত মিখাইল আলইয়ানভ সামাজিক মাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে লেখেন, যুক্তরাষ্ট্র সামরিক শক্তি প্রয়োগ, কঠোর নিষেধাজ্ঞার ভয় দেখিয়ে আলোচনা চালাতে চায়। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আলোচনা চালিয়ে যেতে অভ্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র। তবে ইরানে তা কাজ করবে না। তিনি আরও লেখেন, এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হলো এসব বাদ দেওয়া। তিনি হ্যাশট্যাগ দিয়ে তিনটি কৌশল বাদ দেওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেন। এগুলো হলো– 'ব্ল্যাকমেলিং', 'আলটিমেটাম' ও 'ডেডলাইন'।

পরিস্থিতির সামরিক দিকেও উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ইরানি বন্দরে নৌ-অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং ইতোমধ্যে ৩৮টি জাহাজকে গতিপথ পরিবর্তন বা ফিরে যেতে বাধ্য করেছে। অপরদিকে, ইরান হরমুজ প্রণালিতে কয়েকটি জাহাজ 'পরিদর্শনের' জন্য আটক করেছে এবং এই পথ পুনরায় চালুর ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করেছে।

হরমুজ প্রণালির চলাচল সীমিত থাকায় সেখানে শতাধিক তেলবাহী ট্যাংকার আটকে পড়েছে। একটি বাণিজ্য সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ২ হাজার ৪০০ নাবিক এসব জাহাজে অবস্থান করছেন এবং কবে তারা ফিরে যেতে পারবেন, সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

এই প্রণালি দিয়ে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহন হওয়ায় এর প্রভাব পড়েছে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে। আলোচনা থমকে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড ও ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট– উভয় সূচকেই দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার বাঘের গালিবাফ চলমান পরিস্থিতিকে 'কার্ডের খেলা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি দাবি করেন, তেহরানের হাতে এখনও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কৌশলগত বিকল্প রয়েছে, যেমন হরমুজ প্রণালি, বাব এল-মান্দেব প্রণালি এবং জ্বালানি পাইপলাইন। তার ভাষ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে তার বেশকিছু অর্থনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহার করেছে, যার মধ্যে কৌশলগত মজুদ থেকে তেল ছাড় এবং চাহিদা নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ রয়েছে। ইউরোপেও এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি বৈঠক আহ্বান করেছেন। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ও সরকারের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা কমিটির প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেবেন। স্টারমার বলেছেন, এই সংঘাতের অর্থনৈতিক প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে এবং জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি তার একটি বড় উদাহরণ।

সামরিক দিক থেকে, ইরান জানিয়েছে যে তারা বিভিন্ন অবিস্ফোরিত বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র নিষ্ক্রিয় করেছে, যা সাম্প্রতিক সংঘাতের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। দেশটির ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী এ সংক্রান্ত অভিযান পরিচালনা করছে।

কূটনৈতিক আলোচনা চালু রাখার প্রচেষ্টা থাকলেও মাঠপর্যায়ে উত্তেজনা, অর্থনৈতিক চাপ এবং সামরিক প্রস্তুতি সমান্তরালে চলতে থাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ এখনও অনিশ্চিত রয়ে গেছে।

শেখ হাসিনা, পলকসহ ৩৪

অভিযোগ গঠনের শুনানি করতে আদালতে আনা হয় সাবেক মন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলককে। তবে আসামি পক্ষের সময়ের আবেদন করায় পিছিয়ে যায় অভিযোগ গঠনের শুনানি। অভিযোগ গঠনের শুনানি করতে আগামী ২১ মে দিন ধার্য করেন। মামলা সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই মোহাম্মদপুরের চাঁদ উদ্যান এলাকায় গুলিতে নিহত হন মো. হোসেন। পেশায় ট্রাকচালক হোসেন সেদিন গাবতলীতে ট্রাক রেখে বাসায় ফিরছিলেন। চাঁদ উদ্যান এলাকায় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান। এ ঘটনায় ২০২৪ সালের ৩১ আগস্ট নিহতের মা রীনা বেগম বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় হত্যা মামলা করেন। ২০২৫ সালের ২৩ নভেম্বর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মোহাম্মদপুর থানার এসআই আকরামুজ্জামান আদালতে শেখ হাসিনাসহ ৩৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। এদিকে, সাবেক আইসিটি মন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলককে প্রিজন ভ্যানে আনার সময় আহত হওয়ার ঘটনা নিয়ে ব্যাপক গুঞ্জন চলছে। তবে এ ঘটনাটি মঙ্গলবারের নয় বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখি। এদিন, আদালত প্রাঙ্গণে প্রিজন ভ্যান থেকে নামার সময় পলক তার আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখির উদ্দেশে জানান, তিনি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। চিকিৎসা সেবা পেতে বিষয়টি আদালতের নজরে আনতে আইনজীবীকে আবেদন করার কথা বলেন তিনি। তবে, আইনজীবী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আহত হওয়ার ঘটনা আজকের (গতকাল মঙ্গলবার) নয়। কয়েকদিন আগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নেওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। কিন্তু, আজকে আইনজীবীকে দেখামাত্র এ ঘটনার কথা বলেন।

আইনি কাঠামো সংশোধন

৪. তথ্যগত ও নির্বাচনী সততা রক্ষার লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক আইনি বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশ সংশোধন করে একটি অধিকতর নিরাপদ ও স্বচ্ছ ডিজিটাল জগৎকে উৎসাহিত করা। বর্ণিত বাধ্যবাধকতাগুলো সুনির্দিষ্ট সহযোগিতা কাঠামো নির্বাচন কেন্দ্রিক বিশেষ পদক্ষেপ অ্যালগরিদমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং বিষয়বস্তু পরিমার্জন সংক্রান্ত নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। ৫. নির্বাচনী প্রচারণার অর্থায়ন সংক্রান্ত বিধানগুলো পর্যালোচনা ও শক্তিশালী করা যাতে ব্যয়ের সীমা ও প্রতিবেদন দাখিলের বাধ্যবাধকতাগুলো বাস্তবসম্মত প্রয়োগযোগ্য এবং কার্যকর যাচাই ও তদারকির আওতাধীন হয়। আরপিও প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি আদর্শ ফরম্যাটে নিরীক্ষিত নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব জমা দিতে বাধ্য করতে পারে, প্রচারণা চলাকালীন ও তৎ পরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে পদ্ধতিগত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে পারে এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সুস্পষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতে পারে। ৬. বিদ্যমান অখণ্ড সুরক্ষাব্যবস্থা বজায় রেখে এবং অতিরিক্ত সুরক্ষাব্যবস্থা অন্বেষণ করার পাশাপাশি, বাংলাদেশে যেসব ভোটার নির্বাচনের দিনে সশরীরে ভোট দিতে অক্ষম, যেমন- গৃহে আবদ্ধ ভোটার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি, অভিবাসী শ্রমিক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের যোগ্যতা সম্প্রসারণের বিষয়টি বিবেচনা করা। অন্যান্য শ্রেণির ভোটারদের ভোটাধিকার প্রদানের উপযোগী আগাম ভোটদানের মতো অতিরিক্ত ভোটদানের ব্যবস্থাও চালু করা যেতে পারে। ইভার্স ইজাবস প্রতিবেদন প্রকাশকালে বলেন, যদিও নির্বাচন জনআস্থা বৃদ্ধি করেছে, তবুও আইনগত ও প্রক্রিয়াগত ঘাটতি রয়ে গেছে, যা জুলাই জাতীয় সনদ এবং এর পরবর্তী সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংস্কার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেয়। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে ইইউ ইওএম বাংলাদেশে অবস্থান করছে। গত ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের দিন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সব সদস্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি কানাডা, নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ড থেকে আসা ২২৩ জন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলায় দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচন নিয়ে মিশনটি তাদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান পর্যবেক্ষক ইভার্স ইজাবস বলেছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো ধরনের ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (Election engineering) আমাদের চোখে পড়েনি। সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন করা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে একটি রাজনৈতিক দল ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে, বলে অভিযোগ তুলেছে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণকালে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোনো কিছু আপনাদের চোখে পড়েছে কি না। এমন প্রশ্নের উত্তরে ইভার্স ইজাবস বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো ধরনের ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদের চোখে পড়েনি। যদি কোনো রাজনৈতিক দলের ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে অভিযোগ থাকে, তাহলে তারা আইনি প্রক্রিয়ায় যেতে পারে। ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে ইইউ বাংলাদেশে অবস্থান করছে। গত ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের দিন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সব সদস্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি কানাডা, নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ড থেকে আসা ২২৩ জন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচন নিয়ে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি মিশনটি তাদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

৫ মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের জামিন আপিলেও বহাল

নিজস্ব প্রতিবেদক

পৃথক পাঁচ মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হককে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। গতকাল মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এই আদেশ দেন। এর আগে, গত ৮ মার্চ বিচারপতি মো. খায়রুল আলম ও বিচারপতি মো. সগীর হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রুল মঞ্জুর করে চার মামলায় খায়রুল হককে জামিন দেন। আর গত ১১ মার্চ দুদকের মামলায়ও জামিন পান সাবেক প্রধান বিচারপতি। আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনসরুল হক চৌধুরী, সারা হোসেন, মোতাহার হোসেন সাজু, সাঈদ আহমেদ রাজা ও মোনায়েম নবী শাহীন। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আবদুল্যাহ আল মাহমুদ। খায়রুল হকের জামিন আদেশ স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল বিভাগে আবেদন করে। পাঁচ মামলায় জামিন পেলেও মুক্তি পাচ্ছেন না খায়রুল হক। ইতোমধ্যে অধস্তন আদালতে আরও দুই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয় তাকে। ২০২৫ সালের ২৪ জুলাই রাজধানীর ধানমন্ডির বাসা থেকে খায়রুল হককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাকে জুলাই আন্দোলনের সময় ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে যুবদলকর্মী আবদুল কাইয়ুম আহাদ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের বিরুদ্ধে এ মামলা ছাড়াও আরও চারটি মামলা হয়। একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত রায় জালিয়াতির অভিযোগে। গত ২৭ আগস্ট শাহবাগ থানায় সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন মামলাটি করেন। গত ২৫ আগস্ট নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানায় আরেকটি মামলা করেন জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও ফতুল্লা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারী ভূঁইয়া। একই অভিযোগে নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানায় ২৫ আগস্ট আরেকটি মামলা করেন নুরুল ইসলাম মোল্লা। এর আগে ৪ আগস্ট প্লট জালিয়াতিতে দুর্নীতির অভিযোগে দুদকও একটি মামলা করেছে। এসব মামলায় নিম্ন আদালতে জামিন নামঞ্জুরের পর তিনি হাইকোর্টে জামিন চেয়ে আবেদন করেন। পরে হাইকোর্ট ৫ মামলায় জামিন প্রশ্নে রুল জারি করেন। ২০১০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর দেশের ১৯তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান খায়রুল হক। একই বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে তার নিয়োগ কার্যকর হয়। ২০১১ সালের ১৭ মে তিনি অবসরে যান। এরপর তিনবার তিনি আইন কমিশনের চেয়ারম্যান হন।

স্বাস্থ্য খাতে সম্পদের সীমাবদ্ধতার চেয়েও বড় সংকট সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার : স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এম এ মুহিত বলেছেন, দেশের স্বাস্থ্য খাতে সম্পদের সীমাবদ্ধতার চেয়েও বড় সংকট সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার ও অব্যবস্থাপনা।
গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশানে 'নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা: গবেষণা থেকে নীতি নির্ধারণ' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ ও কোরাস (সিএইচওআরইউএস) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
সেমিনারে বিদ্যমান সম্পদের সঠিক ব্যবহার, ডেটা-নির্ভর প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বৈষম্য দূর করে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় মানসম্মত সেবা পৌঁছে দেওয়া নিয়ে গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়।
স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'দেশের স্বাস্থ্য খাতে সম্পদের সীমাবদ্ধতার চেয়েও বড় সংকট সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার ও অব্যবস্থাপনা। আমাদের যা সম্পদ আছে, তার একটি বড় অংশই এখনো 'আন্ডার ইউটিলাইজড' বা পুরোপুরি কাজে লাগানো হচ্ছে না। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং একাডেমিক গবেষণার সঙ্গে সরকারি নীতিমালার সমন্বয় জরুরি।'
জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনগণের সন্তুষ্টির ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, স্বাস্থ্য মানে কেবল রোগ মুক্তি নয়, এটি শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির বিষয়। আমরা হয়তো হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা দিচ্ছি, কিন্তু সেখানকার পরিবেশ বা ব্যবহারে যদি রোগীর মন ভালো না হয়, তবে সেই চিকিৎসা পূর্ণাঙ্গ নয়। যেহেতু আমরা জনগণের রাজনীতি করি, তাই আমাদের লক্ষ্য তাদের খুশি করা। জনগণের যে প্রকৃত স্বাস্থ্য চাহিদা রয়েছে, তা যদি সরকারি কার্যক্রমে সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবেই একটি জনবান্ধব স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

আইপিএল শেষ স্যান্টনারের

খেলা ডেস্ক

কাঁধের ইনজুরির কারনে চলমান ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) বাকি ম্যাচগুলোতে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আর খেলতে পারবেন না নিউজিল্যান্ডের বাঁ-হাতি স্পিন অলরাউন্ডার মিচেল স্যান্টনার।
গত বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে চেন্নাই সুপার কিংসের মুখোমুখি হয়েছিল মুম্বাই। ঐ ম্যাচে সীমানার কাছে ক্যাচ ধরতে গিয়ে কাঁধে চোট পান তিনি। পরে আর ব্যাট হাতে নামতে পারেননি স্যান্টনার। ইনজুরিতে পড়ার আগে চেন্নাইয়ের বিপক্ষে ৪ ওভার বল করে ৪৪ রানে ১ উইকেট নেন তিনি।
চলতি আসরে ৪ ম্যাচ খেলার সুযোগ পান স্যান্টনার। ওভারপ্রতি ৮.৯২ রান দিয়ে ৫ উইকেট শিকার করেন তিনি।
ইতোমধ্যে স্যান্টনারের বদলি হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁ-হাতি স্পিনার কেশব মহারাজকে দলে নিয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। এর আগে আইপিএলে খেলেছেন মহারাজ। ২০২৪ সালে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে দুই ম্যাচ খেলে ২ উইকেট শিকার করেন তিনি।
সারা বিশ্বে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার অভিজ্ঞতা আছে মহারাজের। ২১৮ ম্যাচের মধ্যে ২০৮ ইনিংসে বল করে ১৯১ উইকেট শিকার করেছেন তিনি। এরমধ্যে দেশের হয়ে ৫৪ ম্যাচে ৫৫ উইকেট আছে মহারাজের ঝুলিতে।
চলতি আইপিএলে নিজেদের ঠিকঠাক মেলে ধরতে পারছে না রেকর্ড পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই। ৭ ম্যাচ খেলে মাত্র দু'টিতে জিতে ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের নবম স্থানে আছে মুম্বাই।

সুন্দরবন সংরক্ষণে শিক্ষার্থীদের

এবং নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সুন্দরবন সংরক্ষণে তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা কুইজ প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং সচেতনতামূলক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতাগুলোতে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বন বিভাগের প্রতিনিধি শাহ মো. আব্দুল্লাহ, ভিলেজ টাইগার রেসপন্স টিম (ভিটিআরটি) সদস্য স্বপন কবিরাজ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং ওয়াইল্ডটিমের সদস্যরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তপন কুমার মণ্ডল।
বক্তারা বলেন, সুন্দরবন শুধু একটি বন নয়, এটি বাংলাদেশের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুন্দরবন দেশের উপকূলীয় অঞ্চলকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
তারা আরও বলেন, "সুন্দরবন বাংলাদেশের ফুসফুসের মতো কাজ করে। তাই এই বন রক্ষা করা আমাদের সবার নাগরিক দায়িত্ব। হরিণ শিকার বন্ধ, বনজ সম্পদের অপব্যবহার রোধ এবং বাঘ-মানুষ সংঘাত কমানোর মাধ্যমে সুন্দরবন সংরক্ষণ আরও শক্তিশালী করা সম্ভব।"
আয়োজকরা জানান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তুলতেই এ ধরনের ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও সুন্দরবন সংরক্ষণে স্থানীয় জনগণ ও শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে আরও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

শিশুর বমির কারণ

বা গ্যাসের সমস্যায়ও বমি দেখা যায়।
বড় শিশুর ক্ষেত্রে প্রস্রাবের সংক্রমণ, গলার ইনফেকশন, সাইনাস, মাইগ্রেন বা মস্তিষ্কের সংক্রমণ বমির কারণ হতে পারে। এ ছাড়া কৃমি, জন্ডিস, খাদ্যে বিষক্রিয়া বা অ্যালার্জিও বমির কারণ হতে পারে।
বমি হলে শিশুকে বাঁ কাতে শোয়ানো উচিত, যাতে বমি শ্বাসনালিতে না যায়। কিছু সময় বিরতি দিয়ে অল্প অল্প করে পানি বা স্যালাইন খাওয়াতে হবে। ধীরে ধীরে জাউ, স্যুপ বা তরল খাবার দেওয়া যেতে পারে। বড় শিশুর ক্ষেত্রে ডাবের পানি বা ইলেক্ট্রোলাইট পানীয় উপকারী।
যদি বমি বন্ধ না হয়, প্রস্রাব কমে যায় বা শিশুর অবস্থা খারাপ হয়, তাহলে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া জরুরি।

ডিএসইতে লেনদেন

ক্যাটাগরিতে লেনদেন হওয়া ২০৭টি কোম্পানির মধ্যে ৫৭টির দর বেড়েছে, ১১৬টির কমেছে ও ৩৪টির অপরিবর্তিত রয়েছে।
'বি' ক্যাটাগরির ৮১টি কোম্পানির মধ্যে ১৮টির দর বেড়েছে, ৬০টির কমেছে ও ৩টির অপরিবর্তিত রয়েছে।
'জেড' ক্যাটাগরিতে লেনদেন হওয়া ১০৭টি কোম্পানির মধ্যে ১৫টির দর বেড়েছে, ৭৫টির কমেছে ও ১৭টির অপরিবর্তিত রয়েছে।
'এন' ক্যাটাগরিতে কোনো লেনদেন হয়নি।
মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে ৩৪টি ইস্যুর মধ্যে মাত্র ১টির দর বেড়েছে, ১৬টির কমেছে ও ১৭টির অপরিবর্তিত রয়েছে।
কর্পোরেট বন্ডের ৪টি ইস্যুর মধ্যে ১টি বেড়েছে, ১টি কমেছে ও ২টি অপরিবর্তিত রয়েছে।
সরকারি সিকিউরিটিজ (জি-সেক) খাতে ৫টি ইস্যুর মধ্যে ১টির দর বেড়েছে, ৩টির কমেছে ও ১টি অপরিবর্তিত রয়েছে।

চৌদ্দগ্রামে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত

অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমনকে পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন।
এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল বিকেলে উপজেলার মাসকরা গ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য নতুন বাড়ি নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।
সংগঠনের সদস্য মাসুদ রানার নেতৃত্বে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।
মোকছেদুল মোমিন মিথুন জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাছে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সহমর্মিতার বার্তা পৌঁছে দেই আমরা। একইসঙ্গে অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানাই।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. কামরুল হুদা, আমরা বিএনপি পরিবার এর সদস্য মোস্তাকিম বিল্লাহ, ফরহাদ আলী সজীব, রুবেল আমিন, বুয়েট ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু হানিফ, ঢাকা কলেজ ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল মিসবাহসহ স্থানীয় বিএনপির নেতৃবৃন্দ।
বিএনপি নেতা কামরুল হুদা বলেন, নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো একটি নৈতিক দায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশে 'আমরা বিএনপি পরিবার' সেই দায়িত্ববোধ থেকে সবসময় অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।
উল্লেখ্য, গত ৪ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বাতিসা ইউনিয়নের ওই গ্রামে একদল দুর্বৃত্ত অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটায়। এতে কৃষক মিলনসহ অন্তত পাঁচটি পরিবারের বসতঘর সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। এতে তারা সর্বস্ব হারিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে।
এ সময় গুরুতর আহত ইউনিয়ন যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুল হাসান মাসুমকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে চিকিৎসা সহায়তাও প্রদান করা হয়।

সমুদ্রবন্দরে ৩ ও নদীবন্দরে

পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি এসে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।
এদিকে, গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝড়ো হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। একইসঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরণের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। আবহাওয়া অধিদফতরের ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কবার্তায় বলা হয়, দেশের অভ্যন্তরে বজ্রমেঘ তৈরি অব্যাহত থাকায় গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে পরবর্তী ৯৬ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের কারণে এসব এলাকার কোথাও কোথাও অস্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতাসহ চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধ্বস হতে পারে।

রেললাইনের লেভেল

করছে। কার্যকর প্রযুক্তি, কঠোর নজরদারি ও জনসচেতনতা ছাড়া এই ঝুঁকি কমানো কঠিন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিটি মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি পরিবার, একটি ভবিষ্যৎ। দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবার শোক ও আর্থিক সংকটে পড়ে। অনেক সময় পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মারা যান। ফলে পরিবারগুলো দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে যায়। এদিকে, আন্তর্জাতিক তুলনায় দেখা যায়, ভারত ও পাকিস্তানে লেভেল ক্রসিং দুর্ঘটনা কমাতে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ইউরোপে প্রায় সব ক্রসিংয়ে ব্যারিয়ার ও সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। বাংলাদেশে এখনও ম্যানুয়াল পদ্ধতির ওপর নির্ভর করা হচ্ছে। সমাধান হিসেবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঝুঁকিপূর্ণ ক্রসিংগুলোতে দ্রুত ওভারপাস ও আন্ডারপাস নির্মাণ করতে হবে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল, সেন্সর ও ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে। জনসচেতনতা বাড়াতে চালক ও পথচারীদের জন্য নিয়মিত প্রচারণা চালাতে হবে। ট্রেন আসার সময় ক্রসিং অতিক্রম করলে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। সব মিলিয়ে রেললাইনের লেভেল ক্রসিংয়ে দুর্ঘটনা এখন জাতীয় নিরাপত্তা সংকটে পরিণত হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তি ব্যবহার, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং কঠোর আইন প্রয়োগ ছাড়া এই মৃত্যুর মিছিল থামানো সম্ভব নয়। সরকার ইতিমধ্যেই স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল ও আধুনিকায়নের পরিকল্পনা নিয়েছে, তবে দ্রুত বাস্তবায়নই এখন জরুরি।

জলবায়ু অভিবাসীদের

অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশনের (এসডিসি) সহযোগিতায় 'বাংলাদেশে জলবায়ু-সংক্রান্ত অভিবাসীদের অভিযোজনগত প্রতিবন্ধকতা এবং স্থানীয়ভাবে নেতৃত্বাধীন সমাধান' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
তথ্যমন্ত্রী বলেন, অতীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি রাজনৈতিক দুর্যোগও অভিবাসনের একটি বড় কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।
তিনি আরও বলেন, 'বর্তমান সরকার সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পেরেছে। আমরা জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি নির্বাচিত সরকার গঠন করেছি। জনমানুষের প্রতিটি সমস্যা সমাধানে আমাদের সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।'
বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ আমাদের সম্মিলিতভাবে মোকাবিলা করতে হবে। বিজ্ঞান এখনও পৃথিবীর বাইরে মানুষের বাসযোগ্য কোনো গ্রহ আবিষ্কার করতে পারেনি। তাই আমাদের এই গ্রহকে রক্ষা করতে হবে এবং বাসযোগ্য করেই রাখতে হবে।'
এসময় অভিবাসীদের দুর্দশা নিরসনে গবেষক ও সুশীল সমাজকে সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আরএমএমআরইউ-এর নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. তাসনিম সিদ্দিকী।
কর্মশালায় গবেষণার যুক্তি উপস্থাপন করেন বাংলাদেশে সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের আঞ্চলিক কর্মসূচি ব্যবস্থাপক নাজিয়া হায়দার।
গবেষণা তথ্য তুলে ধরে ড. সিদ্দিকী বলেন, 'মাইগ্রেশন মানেই শুধু ঢাকা নয়। আমাদের নীতিনির্ধারকদের বুঝতে হবে যে, এটি সঠিক সময়ে সঠিক পলিসি গ্রহণের বিষয়। খুলনা বা অন্যান্য অঞ্চলের শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মানুষ বাধ্য হয়ে ঢাকায় আসছে। যদি বিভাগীয় শহর বা জেলা পর্যায়ে ইন্ডাস্ট্রি ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং রিজনাল গ্রোথ সেন্টার তৈরি করা যায়, তবে মানুষ নিজের এলাকাতেই তাদের আয় বাড়াতে পারবে।'
তিনি আরও বলেন, 'অভিবাসীরা কেবল অর্থনৈতিক কারণেই আসে না, বরং অনেকে রাজনৈতিক হয়রানি থেকে বাঁচতেও শহরমুখী হন।'
জলবায়ু অভিবাসীদের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বাধীন সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।
এছাড়া অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের গবেষণা উপদেষ্টা ড. ফ্রাঙ্ক ভলমার দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতির মানবিক মূল্য নিয়ে একটি উপস্থাপনা পেশ করেন।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি এবং অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের অভিবাসন ও সুরক্ষা বিষয়ক আঞ্চলিক উপদেষ্টা লিসা-তানিতা গ্রেমিঙ্গার বক্তব্য দেন।
আরএমএমআরইউ-এর সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওবায়দুল হকের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন বিআইডিএস-এর মহাপরিচালক ড. এ কে এনামুল হক, বিশিষ্ট স্থপতি ইকবাল হাবিব, ক্যারিতাস-এর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রধান আলেকজান্ডার ত্রিপুরা এবং গ্লোবাল ইনসাইটস ম্যানেজার ড. থান্নালেচিমি হাউসেট।
কর্মশালায় যশোর ও সাতক্ষীরা অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, বাস্তুচ্যুতির মানবিক মূল্য এবং অভিবাসীদের জন্য স্বল্পমূল্যের আবাসন নিশ্চিতে নাগরিক সমাজ ও স্থানীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

হিট প্রকল্প দেশের উচ্চশিক্ষায়

(ডিপিপি) সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করতে পরিকল্পনা কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের পারমর্শ দেন ড. মামুন আহমেদ। সভায় বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র এডুকেশন স্পেশালিস্ট ও টাস্ক টিম লিডার টি এম আসাদুজ্জামান, কমিশনের সচিব ড. মো. ফখরুল ইসলাম, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সচিব প্রফেসর একেএম মুনিরুল ইসলাম, হিট প্রকল্পের পরিচালক প্রফেসর ড. আসাদুজ্জামান, বিডিরেনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ তৌরিতসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, হিট প্রকল্প দেশের উচ্চশিক্ষার সবচেয়ে বড় উন্নয়ন প্রকল্প। এই প্রকল্প দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভিভাবক প্রতিষ্ঠান- ইউজিসি'র জন্য উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে একটি সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এটি দেশের উচ্চশিক্ষা খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষম ও বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এটি সহায়ক হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। এ সময় তিনি হিট প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি না করে ২০২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সব কাজ শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে সকলকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। বিশ্বব্যাংকের টি এম আসাদুজ্জামান হিট প্রকল্পের অনর্জিত লক্ষ্য অর্জন এবং ছাড়কৃত অর্থ পূর্ণ ব্যবহারে ইউজিসি চেয়ারম্যানের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। এছাড়া, প্রকল্পের কাজে গতি আনার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক স্থাপন, নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি সেল শক্তিশালী করা, ই-বুক ক্রয়সহ হিট প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, আগামী জুন মাসে হিট প্রকল্পের মিডটার্ম রিভিউ নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বব্যাংক ৩য় সাপোর্ট মিশন সভায় হিট প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি 'মাঝারি মানের সন্তোষজনক' বলে ইতিবাচক মূল্যায়ন করেছে। হেকেপ প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ইউজিসি এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কালবৈশাখীতে

কাঁচা ঘরবাড়ি ধসে পড়ে, যান চলাচল বিঘ্নিত হয়। তীব্র ঝড়ে আখাউড়া উপজেলার নারায়ণপুরে আখাউড়া-আগরতলা সড়কের বিভিন্ন স্থানে গাছপালা ভেঙে পড়ে। এতে যান চলাচল ব্যাহত হয়। অপরদিকে কসবা উপজেলার মঈনপুর বাজারে বিদ্যুতের খুঁটি, গাছপালা, দোকানঘর ভেঙে গেছে। চরনাল গ্রামে মাদ্রাসার টিনের ঘর ভেঙে পড়েছে। কসবা সরকারি হাসপাতালের সামনে বড় একটি গাছ ওই হাসপাতালের মসজিদের ওপর ভেঙে পড়েছে। মঈনপুর বাজারে বৈদ্যুতিক খুঁটি ও গাছপালা বিধ্বস্ত হয়েছে। জেঠুয়া মোড়া এলাকায় গাছপালা, বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। তিন লাখ পীর বাজার এলাকায় একটি মোবাইল ফোনের টাওয়ার ভেঙে পড়েছে। গুরুহিত মোল্লাবাড়িসহ আশপাশ এলাকায় ঘরবাড়ি এবং গাছপালা বিধ্বস্ত হয়েছে। এদিকে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার রামরাইল, বটতলী ভাদুঘর এলাকায় গাছপালা বিধ্বস্ত হয়েছে। আশুগঞ্জ উপজেলার তালশহরে রেললাইনে গাছ পড়ে অন্তত ২০ মিনিট ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। নবীনগর উপজেলার, বিট ঘর, কাইতলা, শিবপুরসহ বিভিন্ন ইউনিয়নে গাছপালা পড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে যানবাহনকে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে দেখা গেছে। সকাল ৯টার দিকে তীব্র ঝড় ও ভারী বর্ষণ শুরু হলে ভোগান্তিতে বিপাকে পড়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা। ভারী বর্ষণের কারণে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে পৌঁছাতে কিছুটা বিলম্ব হয়। অনেক পরীক্ষার্থী বৃষ্টিতে ভিজে নাকাল হয়ে বিপাকে পড়েন। শহরের অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর অভিভাবক ফারহানা ববি ও সগির আহমেদ জানান, তীব্র কালবৈশাখী ঝড় আর বৃষ্টির কারণে পরীক্ষার্থীরা ভোগান্তি নিয়ে বিলম্বে কেন্দ্রে এসে পৌঁছায়। তারা এ পরিস্থিতির কারণে পরীক্ষার সময় বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক মো. আবু সাঈদ জানান, বৈরী আবহাওয়ার কারণে যেসব কেন্দ্রে বিলম্বে পরীক্ষার্থীরা এসেছেন, সেসব কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিবদের বিলম্বে পরীক্ষা শুরু করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া যেসব স্থানে ঘরবাড়ি গাছপালা, বিদ্যুতের খুঁটি বিধ্বস্ত হয়েছে সেসব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রতিবেদন তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে তালিকা পাঠানোর জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে, ভারী বর্ষণের কারণে শহরের বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পৌরবাসী।

দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিক

কৃষি, প্রতিরক্ষা, বস্ত্র ও তৈরি পোশাকশিল্প, দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিক অভিবাসন, তথ্যপ্রযুক্তি, ওষুধশিল্প এবং পাট খাতে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।
তারা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করতে জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির গুরুত্বের ওপরও জোর দেন।
উভয় পক্ষ একমত হন যে, চিহ্নিত অগ্রাধিকার খাতে আলোচনা ত্বরান্বিত ও সহযোগিতা এগিয়ে নিতে ফরেন অফিস কনসালটেশনসহ বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় প্রক্রিয়া আরও ঘন ঘন আয়োজন করা উচিত।
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দুই দেশের বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদারে বেলারুশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার বিষয়ে বাংলাদেশের আগ্রহের কথা জানান।
রাষ্ট্রদূত প্রতিমন্ত্রীকে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অভিনন্দন জানান এবং বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে বেলারুশ সরকারের প্রস্তুতির কথা ব্যক্ত করেন।
বৈঠকের শেষে উভয় পক্ষ আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মতবিনিময়ের প্রশংসা করেন এবং আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশ-বেলারুশ সম্পর্ক আরও গভীর ও বিস্তৃত করতে যৌথ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

রাজশাহীতে বিস্ফোরক

নির্বাচন দাবি করছিলেন। এ অবস্থায় অনুসারী শ্রমিক ও দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে পরদিন বিকালে ইউনিয়ন কার্যালয় পুনর্দখলে যান পাখি। সেদিন শ্রমিকদের লক্ষ্য করে ৮ থেকে ১০টি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। হামলাকারীদের হাতে সেদিন পিস্তল ও দেশি অস্ত্র দেখা যায়। নগরীর শিরোইল এলাকায় এই হামলার সময় আশপাশের কয়েকটি দোকানপাটেও ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় ২৪ এপ্রিল উভয়পক্ষই নগরীর বোয়ালিয়া থানায় পাল্টাপাল্টি মামলা করেন। শ্রমিক নেতা পাখি গ্রুপের হয়ে মামলা করেন আবুল কাশেম টুলু নামের এক ব্যক্তি। আর পাখি গ্রুপের বিরুদ্ধে মামলা করেন শাজাহান আলী নামে এক ব্যক্তি। শাহজাহানের মামলায় বাবার বোমাবাজির জন্য শ্রমিক নেতা পাখির ছেলে মৃত সনিকেও আসামি করা হয়। অথচ ২০২২ সালের ৩ জুলাই নিজের জন্মদিনেই হত্যার শিকার হন সনি। সেদিন রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। সনিকে হত্যার দায়ে ২০২৪ সালের ১২ মার্চ দুজন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন আদালত। আরএমপির বোয়ালিয়া থানার ওসি রবিউল ইসলাম বলেন, আমরা তো স্থায়ী না। নিয়মিত বদলির মধ্যে থাকি। সব ঘটনাও জানি না। তাই তারা আসামি করেছে, আমরা তাৎক্ষণিক বিষয়টি বুঝতে পারিনি। পরে জানতে পারি যে, মামলার ৩ নম্বর আসামি মৃত। গত রোববার আমরা এ বিষয়ে আদালতে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছি। ওসি আরও জানান, সেদিনের বোমাবাজির ঘটনায় দুই মামলায় দুপক্ষের তিন জনকে ইতোমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শ্রমিক নেতা পাখি পলাতক। তাকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। এদিকে, পাখিকে গ্রেপ্তার এবং তার পদত্যাগের দাবিতে গত সোমবার সকালে মানববন্ধন করেছেন অপর গ্রুপের শ্রমিকরা। নগরীর ভদ্রা মোড়ের স্মৃতি অম্লান চত্বরে এ কর্মসূচিতে বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী বাসের ড্রাইভার, সুপারভাইজার ও হেলপাররা অংশ নেন। তারা পাখির পদত্যাগ, তাকে গ্রেপ্তার এবং দ্রুত মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানান। মানববন্ধনে শ্রমিক মো. শামীম, মো. স্বপন, মো. নাজমুল, মো. লিটন, আজমত আলী, জাহাঙ্গীর আলম, সাজ্জাদ হোসেন, মো. শিমুলসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তবে সেখানে মৃত তরুণের বিরুদ্ধে মামলা করা শাহজাহান আলীকে দেখা যায়নি। কথা বলার জন্য তার মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে নম্বরটি বন্ধ পাওয়া গেছে। শাহজাহানের দায়ের করা মামলায় নিজাম উদ্দিন নামের একজন আসামি আছেন। তিনি নগরীর ১৯ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক। দুই মামলায় গ্রেপ্তার তিন জনের মধ্যে তিনি একজন। তাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গত সোমবার দুপুরে নগরীর সাহেববাজার জিরোপয়েন্টে মানববন্ধন করেছেন পাখির অনুসারীরা। এতে মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের দফতার সম্পাদক সৈকত পারভেজ, চন্দ্রিমা থানা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ তপন, নগর যুবদলের সদস্য মানিক হোসেন, নিজামের স্ত্রী সুমি খাতুন অনেকে বক্তব্য দেন।

বিদেশি বিনিয়োগে

এমনকি কভিড-১৯ মহামারি শুরুর সময়ের তুলনায়ও বিনিয়োগপ্রবাহ কমে যাওয়ার বিষয়টি উদ্বেগজনক হিসেবে দেখা হচ্ছে। যদিও এ সময়ে মোট এফডিআই স্টক তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল, যা প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি অবস্থান করেছে।
অনুষ্ঠানে বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন বলেন, ২০১৩ সালের পর থেকে এফডিআই আকর্ষণে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়নি। জিডিপির তুলনায় বিনিয়োগের হারও বাড়েনি বরং কিছু ক্ষেত্রে কমেছে। তাঁর মতে, পরিকল্পনা ও নীতিগত সুপারিশের অভাব নেই, কিন্তু বাস্তবায়নের দুর্বলতার কারণেই কাঙ্ক্ষিত ফল আসছে না। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে 'গতি পরিবর্তন' বা নতুন ধাঁচের সংস্কার জরুরি বলে তিনি মনে করেন।
প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কয়েকটি কাঠামোগত ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক চাপে বিনিয়োগ পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
২০২১ সালের পর থেকে টাকার প্রায় ৩৬ শতাংশ অবমূল্যায়ন এবং বৈদেশিক মুদ্রার সংকট আমদানি ব্যয় বাড়িয়ে দেয় ও বিল পরিশোধে বিলম্ব সৃষ্টি করে। বিশেষ করে জ্বালানি আমদানিতে সীমাবদ্ধতা শিল্প উৎপাদনকে ব্যাহত করে, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য অনিশ্চয়তা ও ব্যয় উভয়ই বাড়িয়েছে।একই সময়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনও বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তৈরি পোশাক খাতের কিছু কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনাগুলো বিনিয়োগকারীদের আস্থায় ধাক্কা দেয়। সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকগুলোর অবনতিও পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশে নেমে আসে, আর মূল্যস্ফীতি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ১০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছায়।
তবে আশার কথা হলো ২০২৫ সালের প্রাথমিক সূচকে কিছুটা পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। পুনর্বিনিয়োগকৃত আয় এবং আন্ত প্রতিষ্ঠান ঋণের মাধ্যমে এফডিআইপ্রবাহ আবার বাড়তে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরলে বিনিয়োগ পরিস্থিতিও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে পারে।

সাংবাদিক দম্পতি

ছিলেন ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আশিকুজ্জামান নজরুল ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আলামিন। এর আগে, গত ২১ এপ্রিল হত্যাসহ সাত মামলায় সাংবাদিক দম্পতি শাকিল আহমেদ ও ফারজানা রুপার জামিন আবেদনের ওপর শুনানি শেষ হয়। একইসঙ্গে আদেশের জন্য গতকাল মঙ্গলবার দিন ধার্য করা হয়। ২০২৪ সালের ৩১ আগস্ট রাজধানীর আদাবর থানার গার্মেন্টস কর্মী রুবেল হত্যা মামলায় সাংবাদিক দম্পতিকে কারাগারে পাঠান আদালত। একই বছরের ২১ আগস্ট হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে শাকিল আহমেদ ও ফারজানা রুপাকে আটক করা হয়। পরদিন ২২ আগস্ট উত্তরা পূর্ব থানার ফজলুল করিম হত্যা মামলায় তাদের চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। পরে গত ২৬ আগস্ট রুবেল হত্যা মামলায় তাদের আরও পাঁচদিনের রিমান্ডে পাঠানো হয়।

আতঙ্ক নয়, চাই প্রস্তুতি

সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মৌসুম হিসেবে চিহ্নিত। সবচেয়ে মর্মান্তিক চিত্রটি ফুটে ওঠে প্রাণহানির পরিসংখ্যানে। মোট প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত মৃত্যুর একটি বড় অংশ ঘটে শুধু মে মাসেই যা প্রায় এক-চতুর্থাংশের সমান। কিন্তু এই সংখ্যা নিছক পরিসংখ্যান নয়; প্রতিটি সংখ্যার পেছনে রয়েছে একটি পরিবার হারানোর বেদনা, একটি স্বপ্নের আকস্মিক অবসান। বজ্রপাতে নিহতদের পাশাপাশি বেঁচে যাওয়া বহু মানুষ দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক জটিলতায় ভোগেন হৃদযন্ত্রের ক্ষতি, মস্তিষ্কের আঘাত কিংবা স্নায়ুতন্ত্রের স্থায়ী বিকলতা তাদের জীবনে নতুন এক সংগ্রামের সূচনা করে। গড়ে প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় ৩০০ জন মানুষ বজ্রপাতে প্রাণ হারান। গত এক দশকে এই সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়েছে যা নিঃসন্দেহে এক নীরব মহামারির ইঙ্গিত বহন করে। ২০১৬ সালে এক বছরে প্রায় ৪০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল, যা এখনো এক ভয়াবহ নজির হিসেবে স্মরণ করা হয়। চলতি বছরের প্রথম চার মাসেই অর্ধশতাধিক প্রাণহানির ঘটনা সেই আশঙ্কাকেই আরও জোরালো করেছে। এমনকি কোনো কোনো দিনে দেশের বিভিন্ন জেলায় একসঙ্গে ১০ থেকে ১৫ জনের মৃত্যুর খবর আমাদের হতবাক করে দেয়। এই নির্মম বাস্তবতায় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে রয়েছেন মাঠে কাজ করা কৃষকেরা যারা দেশের খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তি গড়ে তোলেন। খোলা আকাশের নিচে তাদের প্রতিদিনের সংগ্রাম যেন এক অদৃশ্য ঝুঁকির সঙ্গে লড়াই। ফলে বজ্রপাত আর কেবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়; এটি হয়ে উঠেছে গ্রামবাংলার শ্রমজীবী মানুষের জন্য এক অবিরাম আতঙ্ক, যা আমাদের নীতি, প্রস্তুতি এবং সচেতনতার ঘাটতিকে বারবার সামনে নিয়ে আসে।
গ্রামবাংলার আতঙ্ক: মাঠ, মেঘ আর মৃত্যুভয় : গ্রামের আকাশে কালো মেঘ জমলেই এক অদৃশ্য সন্ত্রাস নেমে আসে। কৃষক যখন মাঠে লাঙল ধরেন, তখন তাঁর চোখ থাকে শুধু ফসলের দিকে নয় আকাশের দিকেও। হাওরাঞ্চলে মাছ ধরা জেলেরা কিংবা খেতের মাঝখানে কাজ করা দিনমজুররা জানেন, একটি বজ্রপাত মানেই হঠাৎ মৃত্যু।
অনেক সময় কাজের তাগিদে তারা আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ পান না। কেউ গাছের নিচে দাঁড়ান, কেউ খোলা জমিতে বসে থাকেন অজান্তেই ডেকে আনেন বিপদ। বজ্রপাত যেন তাদের কাছে কেবল প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, বরং প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে মিশে থাকা এক স্থায়ী আতঙ্ক। এই আতঙ্ক শুধু ব্যক্তিগত নয়; এটি একটি সামষ্টিক মানসিক চাপ, যা গ্রামবাংলার সামাজিক জীবনে অস্থিরতা তৈরি করছে।
শিক্ষার্থীদের শঙ্কা: শ্রেণিকক্ষেও অনিশ্চয়তা : গ্রামের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে বজ্রপাত এখন এক অদৃশ্য ভয়ের নাম। হঠাৎ মেঘ গর্জে উঠলে অনেক স্কুলেই ক্লাস বন্ধ হয়ে যায়, শিশুরা আতঙ্কে দৌড়ে বাড়ির পথে ছুটে চলে। টিনের চালার স্কুলঘর, খোলা মাঠের পাশে অবস্থিত শ্রেণিকক্ষ এসবই তাদের ঝুঁকিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। অনেক অভিভাবক এই মৌসুমে সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে দ্বিধা বোধ করেন। ফলে শিক্ষার ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয়। শিশুমনে জন্ম নেয় এক অজানা ভয়, যা তাদের স্বাভাবিক বিকাশেও প্রভাব ফেলতে পারে। অথচ এই ভয় দূর করার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তা ও সচেতনতার সমন্বিত উদ্যোগ যা এখনো পর্যাপ্ত নয়।
সচেতনতার অভাব সবচেয়ে বড় বিপদ : বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে স্বীকার করেন বজ্রপাত থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড় উপায় হলো সচেতনতা। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, এই সচেতনতার অভাবই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। আকাশে কালো মেঘ জমলেও অনেকেই কাজ থামান না। বৃষ্টি নামলেই কেউ গাছের নিচে আশ্রয় নেন যা সবচেয়ে বিপজ্জনক সিদ্ধান্তগুলোর একটি। কেউ আবার খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকেন, কেউবা নদীতে মাছ ধরতে থাকেন। এই অসচেতনতা অনেক সময় মৃত্যুকে ডেকে আনে খুব কাছ থেকে।
বজ্রপাত থেকে বাঁচার বাস্তব উপায় : বজ্রপাত প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, কিন্তু এর ঝুঁকি অনেকটাই কমানো যায় কিছু সহজ নিয়ম মেনে চললে। প্রথমত, বজ্রপাতের সময় ঘরের ভেতরে থাকা সবচেয়ে নিরাপদ। সাধারণত একটি বজ্রঝড় ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট স্থায়ী হয় এই সময়টুকু নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, খোলা মাঠ, উঁচু স্থান বা গাছের নিচে অবস্থান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। যদি হঠাৎ খোলা জায়গায় আটকে পড়েন, তাহলে মাটির সঙ্গে সংস্পর্শ কমিয়ে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে বসে পড়া যেতে পারে, মাথা নিচু করে এবং কান ঢেকে রাখা ভালো।
তৃতীয়ত, বজ্রপাতের সময় জলাশয় নদী, পুকুর বা ডোবা থেকে দ্রুত দূরে সরে আসতে হবে। পানি বিদ্যুৎ পরিবাহিত করে, তাই পানিতে থাকা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। চতুর্থত, ঘরের ভেতরে থাকলেও সতর্ক থাকতে হবে। জানালা থেকে দূরে থাকা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ রাখা এবং ধাতব বস্তু স্পর্শ না করাই নিরাপদ। পঞ্চমত, যদি গাড়ির ভেতরে থাকেন, তাহলে সেটি তুলনামূলক নিরাপদ হলেও ধাতব অংশ স্পর্শ না করাই ভালো। এছাড়া শিশুদের খোলা মাঠে খেলতে না দেওয়া, ধাতব হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার না করা, এবং বজ্রপাতের সময় দলবদ্ধভাবে না থাকা এসব ছোট ছোট সচেতনতাই বড় বিপদ এড়াতে পারে।
উন্নত বিশ্বের অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ও প্রস্তুতির সমন্বয় :বিশ্বের উন্নত দেশগুলো বজ্রপাতকে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে নয়, একটি ব্যবস্থাপনাযোগ্য ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করে। যুক্তরাষ্ট্রে উন্নত পূর্বাভাস প্রযুক্তির মাধ্যমে বজ্রপাতের আগাম সতর্কতা দেওয়া হয়ড়মোবাইল ফোনে বার্তা পৌঁছে যায় সাধারণ মানুষের কাছে। অস্ট্রেলিয়ায় স্কুল ও খেলার মাঠে বজ্রপাত সুরক্ষা নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়; বজ্রঝড়ের সম্ভাবনা থাকলে সব কার্যক্রম স্থগিত করা বাধ্যতামূলক। জাপানে বজ্রনিরোধক অবকাঠামো অত্যন্ত উন্নতড়উঁচু ভবন থেকে শুরু করে খোলা মাঠ পর্যন্ত সর্বত্র স্থাপন করা হয়েছে আধুনিক লাইটনিং অ্যারেস্টার। এমনকি অনেক দেশে কৃষকদের জন্য বিশেষ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে তারা জরুরি সময়ে আশ্রয় নিতে পারেন।
রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ আশা ও হতাশার গল্প : বজ্রপাতের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে সরকার ২০১৬ সালে এটিকে দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে। বিভিন্ন সময় নানা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে বজ্রনিরোধক দণ্ড স্থাপন, তালগাছ রোপণ, এমনকি মাল্টিপারপাস শেড নির্মাণের পরিকল্পনাও করা হয়েছে।
কিন্তু বাস্তবতা হলো এই উদ্যোগগুলোর অনেকই কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। কোথাও দুর্নীতি, কোথাও পরিকল্পনার অভাব, কোথাও আবার রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি সব মিলিয়ে অনেক প্রকল্পই কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে হাওরাঞ্চলে মাল্টিপারপাস শেড নির্মাণের উদ্যোগ নতুন করে আশার সঞ্চার করেছে। যদি এই শেডগুলো সঠিকভাবে নির্মাণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, তাহলে মাঠে কাজ করা কৃষকদের জন্য এটি হতে পারে এক নিরাপদ আশ্রয়।
প্রযুক্তি ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা : বিশ্বের অনেক দেশে বজ্রপাতের আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। মোবাইল ফোনে বার্তা পাঠিয়ে মানুষকে আগেই সতর্ক করা হয়। বাংলাদেশেও এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে।
যদি বজ্রপাতের ৩০ মিনিট আগে মানুষকে সতর্ক করা যায়, তাহলে অনেক প্রাণহানি রোধ করা সম্ভব। পাশাপাশি স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে বজ্রপাত বিষয়ে অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালানো অত্যন্ত জরুরি।
মানবিক দায় ও সামাজিক দায়িত্ব : বজ্রপাত কেবল একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয় এটি আমাদের সামাজিক ও মানবিক দায়িত্বের একটি বড় পরীক্ষা। যখন একজন কৃষক মাঠে কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে মারা যান, তখন সেটি শুধু একটি দুর্ঘটনা নয় এটি আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। আমরা যদি সচেতন হই, অন্যকে সচেতন করি, এবং সামান্য কিছু সতর্কতা মেনে চলি তাহলে অনেক প্রাণ বাঁচানো সম্ভব।
আলোর ঝলকানির আড়ালে জীবনের আহ্বান
বজ্রপাতের তীব্র ঝলকানি যতই চোখ ধাঁধানো হোক, তার অন্তরালে লুকিয়ে থাকে এক নিঃশব্দ অন্ধকার হারিয়ে যাওয়া জীবনের, থেমে যাওয়া স্বপ্নের। তবুও এই অন্ধকার চিরস্থায়ী নয়; কারণ তাকে প্রতিরোধ করার শক্তি মানুষের মধ্যেই নিহিত। প্রকৃতিকে থামানো আমাদের সাধ্যের বাইরে, কিন্তু তার সঙ্গে সহাবস্থানের জ্ঞান ও প্রস্তুতি অর্জন করা আমাদেরই দায়িত্ব। সচেতনতা, বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা এবং কার্যকর উদ্যোগ মিলেই পারে এই নীরব ঘাতকের বিরুদ্ধে এক দৃঢ়? প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। এই প্রেক্ষাপটে আজকের বাংলাদেশে এক নতুন প্রত্যাশার আলো জ্বলছে তারেক রহমান-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও দূরদর্শী নীতিনির্ধারণে। তাঁর নেতৃত্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আধুনিকতা, প্রযুক্তিনির্ভর পূর্বাভাস এবং গ্রামীণ সুরক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নের যে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে, তা ভবিষ্যতের জন্য আশাব্যঞ্জক। এই নেতৃত্বই পারে বজ্রপাতের মতো অনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক ঝুঁকিকেও নিয়ন্ত্রণযোগ্য পরিসরে আনতে মানুষের জীবনকে দিতে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। আকাশে মেঘ জমলেই যেন আর আতঙ্ক নয়, জেগে ওঠে প্রস্তুতির বোধ। বজ্রপাতের শব্দ হয়ে উঠুক সতর্কতার বার্তা, ভয়ের নয়। গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ মাঠ থেকে শুরু করে স্কুলের শ্রেণিকক্ষ কিংবা শহরের ব্যস্ত জীবন সবখানেই গড়ে উঠুক সচেতনতার সংস্কৃতি। প্রত্যাশা এখানেই দৃঢ়? নেতৃত্ব, সমন্বিত উদ্যোগ এবং জনগণের সচেতন অংশগ্রহণের মাধ্যমে একদিন বজ্রপাত আর মৃত্যুর প্রতীক হয়ে থাকবে না; বরং হয়ে উঠবে একটি নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক বাস্তবতা, যার সঙ্গে নিরাপদে বাঁচতে শিখবে বাংলাদেশ। সেই স্বপ্নই আজ আমাদের শক্তি, সেই প্রত্যাশাই আমাদের অঙ্গীকার।

অ্যানেসথেসিয়া দেওয়ার

উপস্থিত ছিলেন। চিকিৎসকরা শিশুটির হাতের অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দিলে পরিবার সম্মতি দেয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তাসনিয়াকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয়। সেখানে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক আবদুল হাদী এবং অ্যানেসথেসিয়া দেওয়ার জন্য তাহেরুল আল আমিন উপস্থিত ছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, অ্যানেসথেসিয়া প্রয়োগের কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাসনিয়ার মৃত্যু হয়। এ খবর অপারেশন থিয়েটারের বাইরে থাকা স্বজনদের কাছে পৌঁছালে তারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরে ক্ষুব্ধ স্বজন ও স্থানীয় লোকজন হাসপাতালে ভাঙচুর চালান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। রাত ১১টা পর্যন্ত পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেখানে অবস্থান করেন। এ ঘটনায় দুই চিকিৎসককে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। শিশুটির স্বজনদের দাবি, অ্যানেসথেসিয়া প্রয়োগে চিকিৎসকদের অবহেলার কারণেই তাসনিয়ার মৃত্যু হয়েছে। শিশুটির খালু আতিয়ার রহমান বলেন, চিকিৎসকদের অবহেলা ও সঠিকভাবে চিকিৎসা না দেওয়ায় একটি শিশুকে মেরে ফেলা হয়েছে। এর কঠিন বিচার হতে হবে। অ্যানেসথেসিস্ট তাহেরুল আল আমিন সাংবাদিকদের বলেন, ছয় বছরের শিশু তাসনিয়ার শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সব ঠিক ছিল। জেনারেল অ্যানেসথেসিয়া দেওয়ার পর সে মৃত্যুবরণ করে। হয়তো হার্ট অ্যাটাকের কারণে মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) হোসেন ইমাম বলেন, অপারেশনের আগে মেয়াদোত্তীর্ণ বা নিম্নমানের অ্যানেসথেসিয়া বা সঠিকভাবে না প্রয়োগের কারণে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। তবে বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানতে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এ বিষয়ে একতা প্রাইভেট হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইদুল ইসলাম বলেন, শিশুটিকে অজ্ঞান (অচেতন করা) করানোর পরপরই তার মৃত্যু হয়। অ্যানেসথেসিস্ট বেশ কয়েক বছর ধরে সেখানে এসে কাজ করেন। অ্যানেসথেসিয়া কীভাবে প্রয়োগ হয়েছে বা কতটুকু প্রয়োগ হয়েছে, সেটা চিকিৎসকই ভালো বলতে পারবেন। রাতেই তাদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে গেছে। বিক্ষুব্ধ জনতা হাসপাতালে ভাঙচুর চালিয়েছে। এ বিষয়ে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন এস এম কামাল হোসেন বলেন, এই হাসপাতালের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। শিশুটির চিকিৎসায় কোনো গাফিলতি ছিল কি না, সে বিষয়ে তদন্ত করা হবে। কুষ্টিয়া মডেল থানা পুলিশের ওসি কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে দুই চিকিৎসককে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজধানীতে অবৈধ

বলেন, স্বল্প ভাড়ায় নগরবাসীর দৈনন্দিন যাতায়াতে রিকশার বিকল্প নেই। তাই এই পেশার সঙ্গে যুক্ত লক্ষাধিক মানুষের জীবিকা রক্ষায় দ্রুত কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবি জানান তারা।
বৈঠকে উভয়পক্ষই আলোচনার মাধ্যমে একটি টেকসই সমাধানে পৌঁছানোর আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিন বছরের সন্তানকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগে আটক বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর বাড্ডায় তিন বছরের শিশু মো. হাবিবকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার মাদকাসক্ত বাবার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত বাবা মো. শাহিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত সোমবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। বাড্ডা থানার এসআই মো. জামাল হোসেন জানান, খবর পেয়ে গত সোমবার রাত সোয়া ১১টার দিকে বড় বেরাইদ ঋষিপাড়া এলাকার জুলহাস মিয়ার ভাড়া বাসা থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়। মা শিল্পী খাতুনের দেখানো মতে লাশটি উদ্ধার করা হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) মর্গে পাঠানো হয়েছে লাশ। পুলিশ জানায়, পারিবারিক কলহ ও অভাব-অনটনের জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। শিশুটির গলায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। আরও জানা গেছে, অভিযুক্ত শাহিন মাদকাসক্ত। তিনি আগে রিকশা চালালেও বর্তমানে বেকার ছিলেন। শিশুটির মা শিল্পী খাতুন বাসাবাড়িতে কাজ করে সংসার চালাতেন। মাদকের টাকার জন্য তিনি স্ত্রীর কাছে চাপ দিতেন এবং না পেলে ঝগড়া করতেন।